RNI No. 71057/96

মিস গ্র্যান্ড ইন্ডিয়া
২০২৫-পশ্চিমবঙ্গের
প্রতিনিধিত্ব করবেন
রেশমি দেওকোটা

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৭ জুন - ১০ জুলাই, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 13, Cooch Behar, Friday, 27 June - 10 July, 2025, Pages: 8, Rs. 3

একুশে জুলাই নিয়ে প্রস্তুতি সভা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একুশে জুলাই নিয়ে দলীয় কর্মীদের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। ২১ জুন শনিবার কোচবিহার শহরে বর্ধিত সভা ও ২১ জুলাইকে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা হয়। ওই সভায় উপস্থিত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ প্রমুখ।

এদিন ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের নেতারা কোচবিহার থেকে ২১ জুলাইয়ে প্রচুর মানুষের সমাগম করার কথা জানান। তৃণমূল জেলা সভাপতি জানান, রেকর্ড মানুষ যাবেন ওই সভায়। প্রচুর লোক নিয়ে যেতে হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীও ওই ব্যাপারে বার্তা দিয়েছেন। এছাড়াও আগামী বিধানসভায় জেলার সব আসনে জয়ের ডাক দেওয়া হয়। এজন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতির কথা বলেন নেতারা। লোকসভার মত সাফল্য পেতে দিনহাটা স্ট্র্যাটেজির কথা উঠে আসে মন্ত্রীর কথায়। এদিন ভিড়ে ঠাসা সভা ছিল সভা কক্ষ। অভিজিৎ বলেন, "সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যারা ভালো কাজ করবেন ভালো ফল পাবেন। যারা কাজ করবেন না তাদের জায়গা নেই।"

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও বিদ্যুৎ পেয়ে খুশি গ্রাম

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: স্বাধীনতার পর কেটে গিয়েছে ৭৫ বছর। তারপরেও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি গ্রামে। তা নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছিল। এবারে কাটতে চলেছে সেই হতাশা। দিনহাটা- ১ ব্লকের খারিজা হরিদাস ও কোনামুক্তা গ্রামে এবারে বিদ্যুতের আলো পৌঁছাবে। সেখানকার বাসিন্দারা বিদ্যুতের দাবিতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস থেকে বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরে বছরের পর বছর ধরে ঘুরে বিদ্যুতের দাবি করেছে। অবশেষে তাদের এই দৌড় ঝাঁপ যেনো সাফল্য এনে দিল। দীর্ঘ ৭৬ বছর বাদে অবশেষে সেই বিদ্যুৎতের আলো পৌঁছাবে খারিজা হরিদাস খামার ও কোনামুক্তা গ্রামে। স্বভাবতই দীর্ঘদিন বাদের বিদ্যুৎতের আলো দেখতে পাওয়ার আশায় খুশি গ্রামের বাসিন্দা আনু মিঞা ও হাসানুর হকেরা। দিনহাটা- ১ ব্লকের গিতালদহ- ১ গ্রাম পঞ্চায়েত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। এখানকার বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে নদীর ওপারে। যেখানে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। এরফলে জরুরি অনেক পরিষেবা তারা আজও বঞ্চিত রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বিদ্যুৎ। সীমান্তবর্তী করলাতে বিদ্যুৎ থাকলেও খারিজা হরিদাস খামার ও কোনামুক্তা গ্রামে সেই বিদ্যুৎতের লাইন কোনোদিনই পৌঁছায়নি। এরফলে রাত হলেই হরিদাস খামারের ওই লণ্ঠনের আলো, নয়তো সৌর বাতির ওপর ভরসা করতে হত। স্থানীয় বাসিন্দা আনু মিঞা বলেন, "এতদিন জমিতে জল দিতে ভরসা ডিজেল চালিত মেশিন। এরফলে খরচও হতো অনেক বেশি হত। এতদিন পর বিদ্যুৎ পৌঁছানোয় এখন বিদ্যুৎ চালিত মেশিনেই জলসেচ করতে পারব।" দিনহাটা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার কল্যাণবর সরকার বলেন, "বিএসএফ, বিডিও, এসডিও সকলের সহযোগিতায় আমরা ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছি।"

টুকরো খবর

ছুটবে মদনমোহনের রথ, হল মহড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রথযাত্রার জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে মানুষ। মদনমোহন মন্দিরের রথ মানে এক আবেগ। সেই রথের দড়ি টানতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। আর তা নিয়ে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। এক বিশেষ পুজোর মধ্য দিয়ে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরের নতুন রথের মহড়া হল। ২৪ জুন মঙ্গলবার নিউ কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি ডাঙ্গরাই মন্দির থেকে রথ নিয়ে যাওয়া হয় মদনমোহন মন্দিরে। আগামী ২৭ শে জুন রথযাত্রা আর তার আগেই কোচবিহারের মদনমোহন রথে কেন্দ্র করে সাজ সাজ রব মদনমোহন বাড়ি চত্বরে। একশো বছরেরও বেশি সময় পরে কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরের জন্য নতুন রথ তৈরি হয়েছে। বিগত বছর পুরনো রথের চাকায় কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। আর সেই কারণেই এ বছর নতুন করে রথ তৈরি করা হয়েছে গত ১৬ ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল এই রথের কাজ। শাল সেগুন নিম গাছে তৈরি এই রথটি নিয়ে আসা হয়েছে মদনমোহন মন্দিরে। কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের এক সদস্য বলেন, "সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে মদনমোহন মন্দিরের রথ যাত্রা এবারেও হবে। তা নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।"

জগন্নাথের প্রসাদ পৌঁছাল দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ পৌঁছাল বুড়িরহাটে। ২৩ জুন রবিবার সকাল ১১টায় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার, বুড়িরহাট-১ নম্বর অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব বর্মন এবং বুড়িরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যাজ্ঞ বলকো সিংহ প্রমুখ। প্রসাদ পৌঁছানোর পরই নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তা সাদরে গ্রহণ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জগন্নাথ মন্দিরের এই প্রসাদ পেয়ে আনন্দিত ও ধন্যবোধ করছেন এলাকার মানুষ। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠান।

রথের মহড়া

পুর কর্মীদের সভায় নেই রবীন্দ্রনাথ, চর্চা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পুর কর্মীদের ডাকা সভায় দেখা গেল না পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। অবশ্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক। ২৪ জুন মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের উৎসব হলে ওই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে পুরসভার অস্থায়ী শ্রমিকদের শ্রম দফতরের সুবিধের আওতায় আনা সহ একগুচ্ছ বার্তা দিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। কোচবিহার মিউনিসিপাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ঘিরে ভিড়ও হয়েছিল উৎসব হলে। ওই সভায় পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন

কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সভাপতি করা হয়েছে সমীর ঘোষকে। কোচবিহার পুরসভার স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে এদিনের এই সাধারণ সভা বলে জানা গেছে। এদিনের এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং, উপ পৌরমাতা আমিনা আহমেদ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, এদিনের যারা অস্থায়ী কর্মী রয়েছে তাদের লেবার কার্ড এখনো হয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের উদ্যোগে অনেক সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া রয়েছে তবে কোচবিহার পুরসভার কর্মীরা তা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাই এদিন এই সভা মঞ্চ থেকে তাদেরকে বার্তা দিলেন তিনি যাতে করে তারা লেবার কার্ড বানিয়ে নেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন ওই সভায় হাজির হলেন না তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জানান, তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ওই সভায় যেতে পারেননি।

কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি রাস্তার কাজের সূচনা হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল কোচবিহারের শীতলকুচির লাল বাজার গ্রামে। ২৪ জুন মঙ্গলবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মণ। লাল বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমতলা এলাকায় একটি অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন হয়। প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি তপন কুমার গুহ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিমেষ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রাক্তন বিধায়ক হিতেন বর্মন জানান, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ কিলোমিটার ৪০০ মিটার রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন হলো।

'সামার কিট' তুলে দেওয়া হল ট্রাফিক কর্মীদের হাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্রাফিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পাশাপাশি কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে 'সামার কিট' তুলে দেওয়া হল। ১৬ জুন কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে মাথাভাঙ্গা জোনের ছয়টি থানার ট্রাফিক ওসি এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে ওই সরঞ্জামগুলি তুলে দেওয়া হয়। এই সরঞ্জামগুলো তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, ট্রাফিক ডিএসপি অঙ্কুর সিংহ রায়, মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেন হালদার, মাথাভাঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ হেমন্ত শর্মা সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের এই সরঞ্জাম বিতরণ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফ থেকে ৩০ টি ট্রাফিক কিট বিতরণ করা হয়েছে মাথাভাঙ্গা জোনের ৬ টি থানায় ট্রাফিকে কর্মরত পুলিশ অফিসার এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে। ট্রাফিক কর্মীদের শারীরিক পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে যাতে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে তাই এদিন এই সরঞ্জামগুলো তুলে দেওয়া হয়।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা-১ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন অফিসের উদ্যোগে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজিত হল। সোমবার দুপুর ২টায় এই কর্মশালায় ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে বর্জ্য পৃথকীকরণ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক গঙ্গা ছেত্রী উপস্থিত থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য পদার্থ সঠিকভাবে আলাদা করা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল যেমন জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং কম্পোস্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সাত কেজি গাঁজা সহ কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ। ২৪ জুন মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম অনিল চন্দ্র মহন্ত। তার বাড়ি বালুরঘাটে। সে কোচবিহারে এসে দিনহাটা থেকে গাঁজাগুলি কিনেছিল। বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ডে যায় সে। সে সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার ব্যাগ থেকে সাত কেজি গাজা উদ্ধার করা হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ৩৩ হাজার টাকা।

বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের শাখা সংগঠনে পরিবর্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলকে শক্তিশালী করতে ফের রদবদল হল তৃণমূলের শাখা সংগঠনে। ১৯ জুন শনিবার রাতে সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নতুন তালিকা ঘোষণা করা হয়। কোচবিহারে দলের শ্রমিক ও যুব সংগঠনে পুরনোদের সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতি করা হয়। তবে মহিলা সভাপতি অপরিবর্তিত রয়েছেন। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতির পদ থেকে পরিমল বর্মণকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজেন্দ্র কুমার বৈদকে। দলের যুব সংগঠনের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কমলেশ বর্মণকে। সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বপন বর্মণ। দলের মহিলা জেলা সভাপতি হিসেবে ফের শুচিস্মিতা দেবশর্মাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের কোচবিহারের তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিজিৎ ফেসবুকে লিখেছেন, "কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি স্বপন বর্মন ও সহ সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি রাজেন্দ্র বৈদ, সহ সভাপতি স্বরাজ পঞ্চানন ও জাহাঙ্গীর আলি (জোকার), জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মাকে অভিনন্দন।" নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলেন, "দল যে ভরসা রেখেছে তা পুরনো কোনও খামতি রাখব না।"

মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই থাকবে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারে

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যের সমস্ত স্কুল লাইব্রেরিতে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই সংযোজন করা হবে। মোট ৫১৫ টি বই লাইব্রেরি সংগ্রহে যুক্ত করতে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে তা নিয়ে জারি করা নতুন নির্দেশনা। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের রাজ্যের নেতৃত্ব, উন্নয়ন ভাবনা ও নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রীর রচনা বা সম্পাদিত বইগুলো পাঠের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও দর্শন সম্পর্কে জানতে পারবে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বইগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। পাশাপাশি, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় বইগুলো ক্যাটালগ করে বিশেষ বিভাগে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হতে পারে। এছাড়াও, স্কুলগুলোকে বইগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় করতে বিশেষ পাঠাভ্যাস কর্মসূচি চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদদের একাংশ এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এটি শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্থানীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে। তবে কিছু বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলেছেন, স্কুল লাইব্রেরিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রাপ্যতা ও ভারসাম্য রক্ষা করা হবে কি না। প্রসঙ্গত, বিদ্যালয়গুলির লাইব্রেরিগুলিতে এক লক্ষ টাকার অনুদানও পাঠানো হয়েছিল। তারপরেই দেওয়া হল এই নির্দেশ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হতে পারে।

চল্লিশ কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন উদয়নের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: চল্লিশ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। যার পুরো কাজটাই হবে কোচবিহার পুরসভা এলাকায়। ২০ জুন শুক্রবার বিকেলে দাস ব্রাদার্স মোড় এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কাজের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার শহরে রাস্তা, ড্রেনের উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলা পরিষদের সহকরি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। কিন্তু কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে ওই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে। যদিও তা মানতে চাননি উদয়ন গুহ। সবাইকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, প্রায় ৬ কোটি টাকায় কোচবিহার শহরে প্রায় ৪ কিমি পাকা রাস্তা, প্রায় ৪ কিমি ড্রেনের কাজের শুভ সূচনা হল। এদিন ওই অনুষ্ঠানের আগেও মোয়ামারি, চান্দামারী এলাকাতে নয়টি রাস্তার কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভাকেন্দ্রের চান্দামারী অঞ্চলের ২ টি রাস্তা ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে। শুক্রবার প্রায় ৫ কিলোমিটার ওই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মেডিক্যালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিন মোয়মারি এলাকায় সাতটি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। দুই অঞ্চলে মোট নয়টি রাস্তার কাজ একই দিনে শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারাও।

মাথাভাঙ্গায় চুরির ঘটনায় আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গাতে। এবার এক ঔষধের দোকানে ঘটল চুরির ঘটনা। ২৪ জুন মঙ্গলবার ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা শহরের বাজার এলাকার একটি ওষুধের দোকানে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ওষুধের দোকানের জানালার গ্রিল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে চুরির করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ওষুধ ব্যবসায়ী রাজু দে বলেন, "গতকাল রাত ১১ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। সকালে দোকানে এসে দেখতে পান দোকানের জানালার গ্রিল ভেঙ্গে ভেতরে থাকা কম্পিউটার, সিসিটিভি মেশিন সহ বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়েছে। পাশাপাশি দোকানে থাকা প্রায় ১ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে।" এদিকে এই চুরির ঘটনায় অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: যাত্রী বোঝাই একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। ২৪ জুন মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটপুকুরি বাজারে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে ২ জন মহিলা এবং ২ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটপুকুরি বাজার এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। মাথাভাঙ্গা থেকে ফালাকাটাগামী একটি যাত্রীবাহী সাফারি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি ট্রলি ব্যাগ ও ছোট আরও দুটি ব্যাগে গাঁজা দেখতে পায় পুলিশ কর্মীরা। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে শিলিগুড়ি গীতা রায় এবং ফালাকাটার ঝর্ণা সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এছাড়াও সিতাইয়ের অমৃত সেন এবং আদাবাড়ি এলাকার সাধন সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিধানসভায় গন্ডগোল, সাময়িক বরখাস্ত বিজেপির চার বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগে চার জন বিজেপি সাংসদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। ২৪ জুন মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় ওই ঘটনা ঘটে। বরখাস্ত হওয়া চার বিধায়কের মধ্যে রয়েছে অগ্নিমিত্রা পাল, শঙ্কর ঘোষ, দীপক বর্মন ও মনোজ ওঁরা। অগ্নিমিত্রা বাদে বাকি তিনজনই উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়ক। শঙ্কর শিলিগুড়ির বিধায়ক, তিনি বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতকের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও দীপক ফালাকাটার বিধায়ক, তিনি দলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছে। মনোজ আলিপুরদুয়ার জেলার বিধায়ক। ওই চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করলেও ওয়াক আউটের পথে এগোয়নি তারা। শাসকের বিরুদ্ধে চালিয়ে যায় স্লোগান। সেই সময় তাদের টেনেহিঁচড়ে সভা কক্ষ থেকে বের করে মার্শাল টিম। সূত্রের খবর, কেন আগের অধিবেশনে বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য মুছে ফেলা হয়েছে বলে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক অশোক লাহিড়ী। তা নিয়েই বচসা শুরু হয়। তাতে কোচবিহারের দুই বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী ও মালতী রাভা রায়কেও নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ।

গন্ডগোলের সময় শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিজেপি বিধায়করা। চলে স্লোগান। কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানায় তারা। পাল্টা চিৎকার শুরু করে তৃণমূল বিধায়করাও। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান অধ্যক্ষ। প্রত্যেককে সংযত হওয়ার কথা বলেন। এমনকি, বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। কিন্তু তারপরেও থামে না স্লোগান ও পাল্টা স্লোগান। তখনই চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ। এরপর বিধানসভার লবিতে দাঁড়িয়ে শংকর ঘোষ বলেন, আমাদের ওপর মার্শাল দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে। প্রবীণ বিধায়কদেরও রেয়াত করা হয়নি। আমার চশমা ভেঙে গিয়েছে। এই তৃণমূলকে ছাড়ব না। এদের শেষ দেখে ছাড়ব।"

Vol: 29, Issue: 13, 27 June - 10 July, 2025 পূর্বোত্তর

রাস্তা, পানীয় জলের ও বিদ্যুতের সমস্যা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বেহাল রাস্তা, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার প্রতিবাদে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। বেহাল রাস্তাঘাট, পানীয় জলের তীব্র সংকট এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা এই তিনটি দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার সকালে গুড়িয়াহাটি-২ এর বকুলতলা রোড সংলগ্ন এলাকার মানুষজন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বর্ষার সময়ে কাঁচা রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি পানীয় জলের হাহাকার লেগেই থাকে, আর রাস্তার পাশে বিদ্যুৎ-এর খুঁটি থাকলেও তা জলে না ঠিকমতো। একেবারে লাইনের সমস্যায় নাজেহাল গ্রামবাসী। এদিন সকাল থেকে রাস্তার উপর বাঁশ ফেলে যান চলাচল বন্ধ করে দেন বিক্ষুব্ধরা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ না স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস মিলছে, ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ এসে পথ অবরোধ তোলার চেষ্টা করলেও গ্রামবাসীরা তা মানতে চাননি। এদিন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী জানান গ্রামবাসীদের এটা ন্যায্য দাবি, তারা আমাকে জানিয়েছিল এরপর প্রধানকেও তা জানানো হয়েছিল। প্রধান এই ব্যাপারে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেছিলেন। আমি আবার প্রধান ও ভিডিও সাহেবকে এই ব্যাপারে অবগত করব।

বিজেপি-বাম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে দল শক্তিশালী করার কাজ শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। সে সূত্রেই কোচবিহার বাম ও বিজেপিতে ভাঙন ধরিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসক দলের অবশ্য দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে স্বেচ্ছায় প্রতিদিন বাম ও বিজেপি ছেড়ে বহু মানুষ তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। বিরোধীদের পাল্টা দাবি, কোথায় জোর করে ভয় দেখিয়ে, আবার কোথাও প্রলোভন দেখিয়ে অনেককে দলে যোগদান করাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু মন থেকে কেউ তৃণমূলে যাচ্ছে না। ১৮ জুন বুধবার সন্ধ্যায় বামফ্রন্ট ছেড়ে ৩০ টি পরিবার তৃণমূলে যোগ দেয়। কোচবিহারের সুটকাবাড়িতে ওই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি কালি শংকর রায়, অঞ্চল সভাপতি সহ অন্যান্যরা। এদিন সেখানে তৃণমূলের সভাও হয়। ওই সভা ঘিরেও ছিল মানুষের ঢল। এদিন বাম শিবিরের ভাঙন তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। গতকাল বিজেপি ছেড়ে বেশ কিছু পরিবার তৃণমূলে যোগ দেন কোচবিহারে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জ বিধানসভার মহিষকুচি-১ নম্বর অঞ্চলের একমাত্র পঞ্চায়েত সদস্য সুভাসিনি শিকদার সহ ১০ টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। কোচবিহার জেলা তৃণমূল জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র সুংসুঙ্গি বাজার সংলগ্ন এলাকার ৫২ টি পরিবার সহ বেশ কিছু বিজেপি কর্মীও তৃণমূলে যোগ দেন। তাদেরও দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

উদয়নের নির্দেশে শক্তি প্রদর্শন, বাইক মিছিল দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পূর্ব নির্ধারিত শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি স্থগিত করে দিয়েছে বিজেপি। তারপরেও কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্যের শাসক দল। সেজন্য ২৪ জুন মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহের নেতৃত্বে বাইক মিছিলে সামিল হল দলের কর্মী-সমর্থকরা। এদিন সকাল থেকে দিনহাটার বিভিন্ন অঞ্চলে ওই মিছিল হয়। নাজিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর দুইটার দিকে নাজিরহাট-১ নম্বর অঞ্চলে এই মিছিল আয়োজিত হয়, যেখানে তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। মিছিলে অংশ নেন নাজিরহাট-১ নম্বর অঞ্চল সভাপতি ধনঞ্জয় রায়, যুব তৃণমূল সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক, যুব তৃণমূলের দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সম্পাদক আমির আলম, আক্রাম হোসেন প্রমুখ। এদিন তৃণমূল কর্মীরা বাইক মিছিলের মাধ্যমে বিজেপি কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে স্লোগান তোলেন। দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকে দীপক ভট্টাচার্য ও দিনহাটা-১ ব্লকে অনন্ত বর্মণের নেতৃত্বে মিছিল হয়। ২৫ জুন মঙ্গলবার দিনহাটায় বিজেপি 'তিরঙ্গা যাত্রা' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। যেখানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তা নিয়েই আগাম পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করে তৃণমূল। ২৪ জুন বাইক মিছিলের ডাক দেয় তারা। বিজেপি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওই কর্মসূচি বাতিল করে। কিন্তু তৃণমূল কর্মসূচি বাতিল করেনি। এরই মধ্যে মন্ত্রী উদয়ন গুহ মঙ্গলবার সকালে ফেসবুকে একটি পোস্টে লিখেছিলেন, "আজ বিকেলে বাইক মিছিলের পর, সব অঞ্চলের ছবি চাই। যুদ্ধ না হলেও সেনাদের তৈরি থাকতে হয়।" তার এই পোস্টের পরই দিনহাটার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক গৃহবধূ। অভিযোগ, মদনমোহন বাড়ি এলাকার ওই মহিলা তার স্বামী গৌরব কর্মকার ওরফে রকির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ থানায় অভিযোগ জানান।

জানা গেছে, গোপালনগরের বাসিন্দা গৌরবের সঙ্গে ওই গৃহবধূর বিয়ে হয়। সন্তান জন্মের পর থেকেই স্বামী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায়ই স্ত্রীকে মারধর ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতেন বলে অভিযোগ। এমনকি গত ৮ জুন তাকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। গৃহবধূ জানিয়েছেন, এই অবস্থায় তিনি আর স্বামীর সঙ্গে কোনোভাবেই সংসার করতে চান না এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রায়ই মাদকাসক্ত অবস্থায় এলাকায় ঘোরাফেরা করে এবং তখনই স্ত্রীকে নির্যাতন চালাত। দিনহাটা থানা সূত্রে জানা গেছে, লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

খড়ের গাদায় আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এলাকায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খাটেরবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। বাড়ির মালিক নুর আলম মিয়াঁ জানান, তিনি বাড়িতে ছিলেন না, খবর পেয়ে বাড়িতে যান। তবে কি করে খড়ের গাদায় আগুন লাগলো বুঝে উঠতে পাচ্ছেন না।

কাশিয়াবাড়ি বাজারকে প্লাস্টিক মুক্ত করার উদ্যোগ প্রশাসনের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ব্লক প্রশাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ১৩-ই জুন, ২০২৫ তারিখে তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির বড়কোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ি বাজারকে প্লাস্টিক মুক্ত বাজার হিসাবে ঘোষণা করা হলো। এই বাজারে মোট ২০০ টি দোকান এবং সপ্তাহে ২ দিন হাট বসে। আজ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সমস্ত দোকানে কাপড়ের ব্যাগ বিলি করা হয়। এদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোনো ক্রেতা যদি ব্যাগ না নিয়ে বাজারে আসেন, তাহলে ২০ টাকা জমা রেখে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই প্রথম কোচবিহার জেলায় প্লাস্টিক মুক্ত

বাজার ঘোষণা করা হলো। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার, স্বচ্ছ ভারত মিশন, কোচবিহার জেলা পরিষদ, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সভাপতি, তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং UNOPS এর প্রতিনিধিরা।

মেধাবী দেবশ্রীর পাশে বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তর

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে সকলকে তাক লাগিয়েছে দিনহাটার দেবশ্রী রক্ষিত। তার এই কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে পাশে দাঁড়াল বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের দিনহাটা ডিভিশন। শুক্রবার দুপুরে শহরের পাওয়ার হাউস মোড়ে অবস্থিত বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের ডিভিশনাল অফিসে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানেই দেবশ্রীকে পুষ্পস্তবক ও উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার কল্যাণবর সরকার, স্টেশন ম্যানেজার বাপ্পা দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ডিভিশনাল ম্যানেজার দেবশ্রীর ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং তাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে তুলে ধরেন।

কলা বিভাগে ৪৪৫ নম্বর পেয়ে সাফল্যের নজির গড়েছে দেবশ্রী। আর্থিক অনটনের মধ্যেও তার এই লড়াই ও সাফল্য সকলের কাছে দৃষ্টান্ত। সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত দেবশ্রী জানান আমি চাই আগামী দিনে যেন সবাই আমার পাশে থাকে। বড় হয়ে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করে আইএএস হতে চাই।

মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান এসটিএফ ও পুলিশের, ধৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযানে নিষিদ্ধ মাদক সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার হল। ১৬ জুন সোমবার স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযানে কোচবিহারের দিনহাটার সিতাই ব্লকের গাড়ানাটা গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। মঙ্গলবার সিতাই থানার পুলিশ ধৃতকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি এসটিএফের একটি দল গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আদাবাড়ি এলাকার গাড়ানাটা গ্রামের বাসিন্দা লতিফ মিঞার বাড়িতে অভিযান চালায়। গতকালের ওই অভিযানে ৮০ টি বস্তা থেকে প্রায় ১২ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় লতিফ মিঞাকে গ্রেফতার করে সিতাই থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই নিষিদ্ধ মাদক রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চোরাচালানের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে পুলিশের ধারণা। আবার এদিকে, তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বলরামপুর এলাকা এলাকায় উদ্ধার করল ইয়াবা ট্যাবলেট। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম, জহিদুল আলি ও জহিদুল মন্ডল। প্রথম জহিদুলের বাড়ি শুকারুর কুঠি ও জাহিদুল মন্ডল বাড়ি বলরামপুরে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ২৩০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় এক লাখ ৭০ হাজার টাকা। এছাড়াও দুটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা। এনডিপিএস ধারায় এদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির রথ

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ঘিরে হিন্দু ধর্মের মানুষদের মধ্যে এক উদ্মাদনা রয়েছে। রথের দড়িতে টান দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন। উড়িষ্যার পুরীর রথযাত্রা ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হওয়ার কথা কারও অজানা নয়। এবারে দিঘাতেও রথযাত্রা ঘিরে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রথযাত্রার একদিন আগেই পৌঁছে গিয়েছেন দিঘায়। আবার কোচবিহারের মতো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাতেও রথ ঘিরে সকাল থেকে শুরু হয় প্রবল উদ্মাদনা। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের রথ মানুষের আবেগ। রাজ আমল থেকে শুরু হওয়া ওই রথযাত্রা ঘিরে কোচবিহারের মানুষের মধ্যে এক অন্য আবেগ রয়েছে। এবারে মদনমোহন নতুন রথে চেপে মাসির বাড়ির যাবেন। রথযাত্রা ঘিরে মেলাও বসবে। যা চলবে উল্টো রথ পর্যন্ত। কোচবিহারের রথযাত্রায় হিন্দু ধর্মের মানুষ তো বটেই, অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকেও সামিল হতে দেখা যায়। কোচবিহার অবশ্য বরাবর সম্প্রীতির তীর্থক্ষেত্র। যা আমরা দেখি রাসমেলার সময়। রাস উৎসবের সময় রাসচক্র তৈরি হয়। যে চক্র তৈরি করেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক পরিবার। রাজ আমল থেকে বংশ পরম্পরায় ওই পরিবার রাসচক্র তৈরি করছেন। সেই কোচবিহারে রথেও সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। যা নিয়ে গর্ব করে কোচবিহার।।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

প্রসঙ্গ — উত্তরের কোচ রাভা সমাজ ও তাদের সামাজিক রীতি নিয়ম বদলের ধারা

... দেবাশিস ভট্টাচার্য

মনুষ্য সমাজে সামাজিক ধর্মীয় আচার রীতি নিয়ম চালু আছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই, মানুষ যখন থেকে সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে তখন থেকেই গোষ্ঠী ও সমাজ জীবন চালু হয়েছে। প্রাচীন কালের মুনি ঋষিরা সেই সব রীতি নিয়ম চালু করেছিলেন যা লিখিত এবং অলিখিত দুরকম ভাবেই পাওয়া যায়। লোকায়ত জীবন চর্যার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সব রীতি নিয়ম গুলি মূলত মৌখিক বিধানের উপর নির্ভরশীল। সারা বিশ্বেই এমন বহু ছোট ছোট মনুষ্য জনগোষ্ঠী আছে যারা মৌখিক বিধান অনুযায়ী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করে থাকে। সেই সব আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোচ (রাভা) একটি সংখ্যা লঘু জনজাতি গোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যথেষ্ঠভাবে আধুনিকতার ছোয়া লাগতে শুরু করে বিগত শতকের কিছু আগে থেকেই, যার ফলে তাদের নিজস্ব প্রাচীন ধর্মীয় রীতি নিয়ম গুলিও প্রায় বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে বা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। সমগোত্রীয় নানান ভাষা এবং কৃষ্টি কোচ রাভাদের কৃষ্টির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়াও এর একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়, যদিও এই বিস্মৃতি বা বিলুপ্তি শুধুই কোচ রাভাদের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠীগুলি কিংবা উপজাতিগুলির ক্ষেত্রেও একই ভাবে ঘটে চলেছে। বিবর্তন এবং পরিবর্তনের স্রোতের ধারায় ভেসে যেতে যেতে বহু প্রাচীন সংস্কার বিস্মৃত হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোচ রাভাদের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে, এই বিলুপ্তি বা বিস্মৃতির পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এবং উন্নত জীবন ধারায় নিজেদের উন্নীত করার জন্যে আধুনিক হয়ে ওঠার প্রবণতা এবং বাকি প্রতিবেশী সংখ্যাগুরু লোকজীবন ধারার সাথে নিজেদের আলাদা করে রাখার অক্ষমতা বলে অনেকেই মনে করেন।

প্রতিবেশী সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যবহারীক ভাষার প্রভাবে কোচ রাভাদের নিজস্ব ভাষাও ('কোচা ক্রৌ') আরও বহু লোকভাষার মতোই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ঠিক একই কারণে এই কোচ (রাভা) জনজাতির মানুষদের প্রাচীন প্রথাগুলোর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

এক সময় গারো পাহাড়ে কৃষি কাজের জন্যে আহুত হয়েছিল কোচরা, আহুতদের গারো ভাষায় 'রাবা' বলা হতো, সেই থেকেই উচ্চারণ গত কারণে 'রাবা' শব্দটি 'রাভা' হয়ে যায়, যার জন্যে কোচদের 'রাভা' বলেই ডাকা হতে থাকে এবং এই কোচ জনজাতি ভুক্তরা ক্রমেই রাভা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কোচরাও তাদের নামের সাথে পদবী হিসাবে রাভা লিখতে শুরু করে, বেশ কিছুদিন ধরে কেউ কেউ আবার তাদের গোত্রকেও পদবীর সাথে জুড়ে দিচ্ছেন। আসাম বা মেঘালয়ে এই রাভাদেরই একটি অংশ কিন্তু নিজেদের কোচ বলেই পরিচয় দেয়। আর প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে কোচরা এখন কোচ রাভা নামেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে, এর পেছনেও অনেক কার্যকারণ রয়েছে।

রাভাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়, যেমন এডোয়ার্ট ট্রু ডালটন এবং ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন রাভাদের উৎস সম্পর্কে খোজ খবর নিয়ে জেনেছিলেন যে তারা মঙ্গলয়েড জাতির একটি অংশ, এবং তারা উত্তর সীমান্তের কোন গীরিপথ ধরে ভারতে এসে ব্রম্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল সহ ত্রিপুরা, মনিপুর, গারো পাহাড় ও অনেক পরে আসামের সমতল অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে, কোচ রাভারা নয়টি শাখায় বিভক্ত, সেগুলো হলো কোচ, রং দানিয়া, দাহুরী, পাতি, মাইতোরী। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় পাঁচটি নয়, রাভাদের মোট নয়টি শাখা রয়েছে, পর পর সাজালে সেগুলো হলো ১) কোচ ২) রং দানিয়া ৩) মাইতোরী ৪) পাতি ৫) দাহুরী ৬) বিটলীয়া ৭) হানা ৮) তোতলা ৯) চুঙা। এমনও জানা যায় যে, রংদানিয়া রাভাদের সাথে কোচ রাভাদের ভাষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু বাকি উপগোষ্ঠীগুলোর সাথে সেটা কখনও কোথাও দেখা যায় নি। ফলে এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, রংদানিয়া রাভা আর কোচ রাভাদের উৎপত্তিগত ক্ষেত্রটি একই, তারা কার্যত একই গোষ্ঠীভুক্ত। আবার গবেষকদের দেওয়া তথ্য থেকে এমনটাও জানা যায় যে, রাভাদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনিয়মের সাথে পানি কোচদেরও অনেক মিল দেখা গিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই পানি কোচদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী রাভা ও হাজং এই দুই জনগোষ্ঠীকে কছারী বা কাছারিদের একটি শাখার অংশ বলেও মনে করা হয়, বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ আবার রাভাদের বোড়ো গোষ্ঠীর একটি শাখাও বলেছেন। এমনও জানা যায় যে, আসামের কামরূপ ও দরং অঞ্চলের রাভারা আসলে কাছারী বা কছারী, এবং এই রাভা কাছারীরা একসময় হিন্দু (আর্য)-দের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার পালন করতে শুরু করেছিল, এবং এরা একসময় বোড়োদের সাথেও মিশে গিয়েছিল, গবেষকদের আরেকটি ধারনা ছিল, গারোদের একটি অংশের সাথে কাছারীদের মেলেমেশার ফলেই রাভাজাতির উদ্ভব হয়েছিল, এই প্রসংগে ড বুকানন হ্যামিল্টনের লেখা থেকে জানা যায়- রাভাদের প্রধান দেবতা 'ঋষি বায়' এই প্রধান দেবতা 'চৌরিপাক' বা যোগো রাংকারাং (স্বর্গ) এ বাস করতেন, এই প্রধান দেবতার আদেশেই তাক 'মামাবৌলা' নামক এক দেবতা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি করেন এবং মহাবিশ্বের শাসক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রজা সৃষ্টির জন্যে প্রধান দেবতা ঋষি বায় তার চার সন্তান সৃষ্টি করেন তারা হল- কোচ্চে, মেচ্চে, লিম্বু ও লেপচ্চে, এই চারজনকে তিনি পৃথিবীতে (মর্তে) পাঠিয়েছিলেন বংশ বিস্তারের জন্যে, পরে এই চার ভাই চারটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে লেপচাদের ভাষার সাথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাভা ভাষার মিল পাওয়া যায়। ত্রিপুরার রিয়াং আদিবাসী এবং কাছারের লালুং আদিবাসীদের সাথেও রাভাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে, এমনকি পূজা পার্বন ও চাষ আবাদের পোষাকের সাথে এবং পদ্ধতির সাথেও রিয়াং ও লালুংদের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়।

এক সময় এই কোচ রাভা জনগোষ্ঠীর একটি অংশ মেঘালয়ের গাড়ো পাহাড় অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিল, তাদের শারিরিক এবং মানসিক দৃঢ়তা এবং শক্তি ছিল খুব বেশী ছিল, তাছাড়া পরিশ্রমী কোচ রাভারা কৃষি কাজেও বেশ পটু ছিল। পরবর্তীকালে সেই সব অঞ্চলে গারোরাই জন সংখ্যায় সংখ্যাগুরু হয়ে উঠতে থাকে, যার ফলে মেঘালয়ের গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের এক নতুন সমীকরণ তৈরী হয়েছিল, শুরু হয়েছিল কোচ ও গারোদের মধ্যে ক্ষমতা প্রদর্শনের এক অসম লড়াই, শেষ পর্যন্ত সংখ্যা গুরু গারোদের সাথে আর যুযে উঠতে না পেরে মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কোচ রাভারা কার্যত বিতারিত হতে থাকে, তারা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। এই সমতল অঞ্চলবাসী কোচ রাভাদের এখানে এসেও নানা ধরনের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হচ্ছে। আদিকাল থেকেই নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কোচ রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষদের তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। কোচ রাভা জনগোষ্ঠীর উন্নত বৌদ্ধিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা নানাভাবে এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, নানা ধরনের সংগঠন গড়ে তুলে নিজেদের প্রাচীন কৃষ্টিকলা ও সংস্কৃতির ধারাকে রক্ষা করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, ইতিমধ্যে কোচ রাভাদের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ সংগঠনও গড়ে উঠেছে, আসাম মেঘালয় সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে এই সব সংগঠন কাজ করে চলেছে, কোচ রাভা পন্ডিত ব্যক্তিরা নিজেদের আদি ইতিহাস অন্বেষন করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করছেন, বই

পুস্তক লিখছেন, সভা ও সম্মেলন এবং নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নিজস্ব জাতি গোষ্ঠীর মানুষদের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর প্রচেষ্ঠা করে যাচ্ছেন, নিজেদের আদি পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করাচ্ছেন, এক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার তাহলো, কোচ রাভাদের কিন্তু কোন লেখ্য ভাষা বা হরফ নেই যা না থাকায় যেখানে যে ভাষার প্রচলন বেশি সেই ভাষাতেই সেই সব বই বা পুস্তক লেখা হচ্ছে, যদিও ইতিমধ্যে কোচরাভা ভাষার বর্ণমালা তৈরীর প্রচেষ্ঠা চলছে। রাভা গবেষক দয়চাদ রাভা, শুশীল রাভারা এই কাজটি করছেন, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই তারা এই কাজটি করছেন। পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় সাংঠনিক উদ্যোগে নতুন প্রজন্ম বা যারা নিজের ভাষায় কথা বলতে জানে না, তাদের শেখানোর জন্যে ভাষা শিক্ষার শিবির পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও নিজেদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্যে আরও কিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। একসময় কোচ রাভাদের মধ্যে তাদের গোত্র পরিচিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, ধীরে ধীরে সেই গোত্র ভাবনাও হারিয়ে যেতে থাকে, সেইসব কিছুই নতুন করে আবার সমাজে চালু করার প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছেন কিছু সংগঠন এবং গোত্র নিয়েও কাজ করছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের পরিচিতি অনুযায়ী গোত্র নির্বাচন করা হচ্ছে। বলা যায় আত্ম পরিচিতি এবং জাতি সত্বা রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক নিরাশার মধ্যেও এটা একটা আশার দিক।

কোচ রাভারা এক সময় সর্ব প্রাণবাদ প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন, পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই প্রথা অনুযায়ী সামাজিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতি প্রতিপালিত হতো। পরবর্তীকালে নানান কারণে সেসব নিয়ম পালনের ধারা বদলে গেছে, এখানে আরও একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে সেটা হলো, যেহেতু কোচ রাভাদের কোন প্রাচীন প্রামান্য ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র ছিল না বা আজও নেই, সেই কারণে এই রীতি নিয়মের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে যে যার মতো করে নিয়ম বানিয়েছে। তার মধ্যে কোনটা উচিত পালনীয় কোনটা নয় সেই প্রশ্নে নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব তৈরী হচ্ছে, একটি অংশ এক্ষেত্রে চরমপন্থী বা প্রাচীন মত ও পথ অনুসরন করার পক্ষে যারা একেবারে মৌলিক ধারাকে কঠোরভাবে পালনের পক্ষপাতী এবং আরেকটি অংশকে নরম বা আপোষপন্থী বলা যেতে পারে যে অংশের পন্ডিত বা প্রাজ্ঞজনেরা মনে করেন এই অসম লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকতে গেলে প্রতিবেশী ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের সাথে একটা আপোষের পথকেই বেছে নেওয়া জরুরী, সেকারণেই এই দুই পন্থীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের জায়গা তৈরী হচ্ছে। বিশেষ করে আসাম ও মেঘালয়ের কোচ (রাভা)-দের সাথে পশ্চিমবঙ্গের কোচ রাভাদের এই সব বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যেই দ্বন্দ্ব হয়। এসব সত্বেও এখনও কোচ রাভা জনগোষ্ঠীর কোন কোন অংশ প্রাচীন রীতি নিয়ম মেনেই সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করার চেষ্ঠা করছে। কিন্তু সেটা কতদিন চালিয়ে যেতে পারবে সেই আশংকাও তাদের মধ্যে থাকছে বৈকি। নানান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোচ রাভাদের ধর্মীয় রীতিনীতি আচার নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে, জন্ম, থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যে সব সামাজিক রীতি নিয়ম একসময় মানা হতো, এখন সেই সব রীতি নিয়ম মুষ্ঠিমেয় অংশেই পালিত হয় বা অনুসরন করা হয়ে থাকে।

(চলবে)

Vol: 29, Issue: 13, 27 June - 10 July, 2025 পূর্বোত্তর

মুক্তিতেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠল আমার বাড়ি এসো বন্ধু

পার্থ নিয়োগী, কোচবিহার: লোকগীতি থেকে শুরু করে আধুনিক রাজবংশী ও বাংলা গানের বিভিন্ন এলবাম নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় জয়জিত ড্যান্স আকাদেমির তরফে। সম্প্রতি ইউটিউবে মুক্তি পেল তাদের নতুন বাংলা গানের এলবাম 'আমার বাড়ি এসো বন্ধু'। সঙ্গীতে রয়েছেন শেফালী দাস অধিকারী এবং কল্লোল রায়। চমৎকার গেয়েছেন তাঁরা। অসাধারণ সুর দিয়েছেন মোনীমোহন রায়। অনবদ্য এলবামটির মিউজিকে ছিলেন সত্যজিৎ সরকার। দক্ষহাতে কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব সামলেছেন জয়জিত বর্মা। কেয়া বর্মন আর প্রীতম রায়ের অভিনয়ও ছিল বেশ নজরকাড়া। সব মিলিয়ে পুরো এলবামটির পেছনে ছিল যত্নের ছাপ। ইতিমধ্যেই ১৬০০০ দর্শক ইউটিউবে এই মিউজিক এলবামটি দেখে ফেলেছেন।

২৪ ঘণ্টা আগেই প্রকাশিত হবে ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের তালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট রয়েছে ওয়েটিং লিস্টে। এতদিন পর্যন্ত, সেই টিকিট কনফার্ম হয়েছে কি না, তা জানতে ট্রেন ছাড়ার ৪ ঘণ্টা আগে চার্ট প্রিপারেশন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত রেলযাত্রীদের। কিন্তু, এবার সেই হয়রানি শেষ হওয়ার পথে। আর ৪ ঘণ্টা নয়, ২৪ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হবে ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের তালিকা। ভারতীয় রেল সূত্রে খবর, ৪ ঘণ্টা আগে জানানোয় সাধারণ মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তেন। যদি টিকিট কনফর্ম না হয়, তাহলে ওই ৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারতেন না। এবার থেকে রেলযাত্রীদের আর সেই সমস্যায় পড়তে হবে না। দীর্ঘদিন ধরে যাত্রীদের অভিযোগ ছিল যে, ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের তালিকা ৪ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হওয়ার কারণে তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা করতে সমস্যায় পড়েন। যদি টিকিট কনফর্ম না হয়, তাহলে ওই ৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন ব্যবস্থা নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন থেকে, ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের তালিকা ২৪ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হবে, যা যাত্রীদের জন্য খুবই সহায়ক হতে চলেছে। ভারতীয় রেলের সূত্রে খবর, এই পরিবর্তনটি সুবিধার জন্য করা হয়েছে। যাত্রীরা এখন সহজেই টিকিট কনফর্ম না হলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারবেন, কারণ তাঁদের হাতে ২৪ ঘণ্টা সময় থাকবে। বিশেষত যাত্রীদের মধ্যে যারা বিশেষ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ট্রাভেল করেন বা যারা শেষ মুহূর্তে টিকিট বুকিং করেন, তাঁদের জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রীদের কষ্ট কমাতে এবং যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনে সংরক্ষিত আসন নিয়ে দালালদের দৌরাত্ম্য একটি ব্যাপক সমস্যা। অনেক সময় দেখা যায়, দালালের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করা হয়, যার ফলে সাধারণ যাত্রীরা বঞ্চিত হয়। দালালেরা সাধারণত সরকারি মূল্যের চেয়ে বেশি দামে টিকিট বিক্রি করে, যা সাধারণ যাত্রীদের জন্য একটি আর্থিক বোঝা। নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে, যাত্রীদের হাতে আরও সময় থাকবে, যার ফলে দালালদের কার্যকলাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে, বলে মনে করছে রেলমন্ত্রক। প্রসঙ্গত, এর আগে দূরপাল্লার ট্রেনে সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটার সময়সীমা বদলেছে রেল। গত বছর ১ নভেম্বর থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটার সময়সীমার ক্ষেত্রে বদল আনা হয়েছে। এর আগে আগাম টিকিট কাটার সময়সীমা শুরু হত ১২০ দিন আগে থেকেই। অর্থাৎ, যাত্রার ১২০ দিন আগে সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটা যেত। তবে সেই সময়সীমা কমিয়ে এনেছে রেল। এখন থেকে যাত্রার ৬০ দিন আগে পর্যন্ত টিকিট কাটা যাবে।

ভেটাগুড়ির সৌম্যরত্ন সিঙ্গাপুরের এনটিইউ বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই গবেষণার করবেন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: ভেটাগুড়ির মেধাবী ছেলে সৌম্যরত্ন দেবনাথ বিদেশে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স I(AI) প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন। আগামী ২৭ জুলাই তিনি সিঙ্গাপুরের নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (NTU) পিএইচডি গবেষণা শুরু করতে পাড়ি দেবেন। এনটিইউ বিশ্বের শীর্ষ ১০টি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান দখল করেছে। সৌম্যরত্ন সেখানে রোবোটিক সায়েন্স ও এআই নিয়ে গবেষণা করবেন এবং এই সুযোগটি পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট স্কলারশিপের মাধ্যমে। সৌম্যরত্ন ২০ জুন আইআইটি গান্ধীনগর থেকে আউটস্ট্যান্ডিং রিসার্চ এর জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর আগেও তিনি জাপান ও হায়দ্রাবাদে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তার গবেষণা উপস্থাপন করেছেন, যা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সৌম্যরত্ন বিন্নাগুড়ি আর্মি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিটেক সম্পন্ন করেন। এরপর আইআইটি গান্ধীনগর থেকে এই বছর এমটেক ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইউএসএ, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির মতো দেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাকে গবেষণার অফার দিলেও সৌম্যরত্ন এশিয়াতেই পড়াশোনা করতে আগ্রহী। এনটিইউতে ৪ বছর ধরে তিনি এআই ও রোবোটিক্সের উন্নয়নে কাজ করবেন।

সৌম্যরত্নের এই সাফল্যে গর্বিত তার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তার পরিবার এই নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

সম্পন্ন হল খাগরাবাড়ি নাট্যসংঘের প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার খাগরাবাড়ি নাট্যসংঘের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ও কাজি নজরুলের জন্মজয়ন্তী এবং বিশ্বসঙ্গীত দিবস উপলক্ষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রূপায়িত হলো সংস্থার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। শনিবার বিকেলে সহ সভানেত্রী বাণী রায়ের হাত দিয়ে সংস্থার পতাকা উত্তোলন ও সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সঙ্গীত দিবসের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা, যন্ত্রবাদন ও বিভিন্ন অঙ্গের নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্র, নজরুল ছাড়াও স্মরণ করা হয় জন্মশতবর্ষে সঙ্গীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরী, গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক ও নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রকে। শ্রদ্ধা জানানো হয় আসন্ন ১২৫ জন্মবর্ষে ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, পন্ডিত উদয়শঙ্কর ও প্রাক জন্মশতবর্ষে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। সার্বিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ স্মারক জীবনকৃতি সঙ্গীত সম্মাননা প্রদান করা হয় বাংলার বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী আজও মঞ্চে সক্রিয় নব্বই অতিক্রান্ত সুনীতি রায়কে। ঋত্বিক ঘটক স্মরণে শুভেচ্ছা-সম্মান জানানো হয় কোচবিহার তথা খাগরাবাড়ি- কন্যা চলচ্চিত্র জগতে সূচনাতেই সফল অভিনেত্রী সুরাইয়া পারভিনকে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পীদের নিবেদন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং ছিমছাম।সঙ্গীতে সর্বানী সেন লাহা, আবৃত্তিতে সঙ্গীতা পাল এবং নজরুল সঙ্গীতের সাথে নৃত্যে ছিলেন শ্রীজা সাহা। শেষ নিবেদন সলিল স্মরণে সমবেত 'ধিতাং ধিতাং বোলে' নাচে শ্রেয়া সাহার পরিচালনায় শিশুশিল্পী আহেরী সূত্রধর, রূপাঞ্জনা সূত্রধর, ওয়েন্দ্রিলা চক্রবর্তী, প্রিয়াংশী সরকার, স্নিগ্ধা রায়, অভিশ্রুতি চক্রবর্তী এবং 'রানার' কাব্যগীতির সাথে শ্রেয়া সাহার একক পরিবেশনা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দেয়। আয়োজকদের পক্ষে সার্বিক অনুষ্ঠানের শেষে দর্শক, প্রতিযোগী ও অভিভাবকদের এবং শিল্পী ও বিচারকদের অভিনন্দন জানিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মাটি খুঁড়ে বেরলো ১০৬ কেজি গাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা,দিনহাটা: দিনহাটায় বাড়ির উঠোন থেকে ১০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার, মালিক পলাতক। পুলিশের একটি বিশেষ অভিযানে দিনহাটার রাজাখোড়া এলাকায় এক বাড়ির উঠোনের মাটি খুঁড়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকাল ৭টায় দিনহাটা থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে দিনহাটা থানার একটি বিশেষ টিম অভিযান চালায়। এ সময় রাজাখোড়া এলাকার শিবেন সরকারের বাড়ির উঠোনের মাটির নিচে পুঁতে রাখা ১০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক শিবেন সরকার পালিয়ে যান। পুলিশ জানায়, শিবেন সরকারের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের তরফে আগামীতেও অবৈধ মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু কে তোপ সিদ্দিকুল্লার

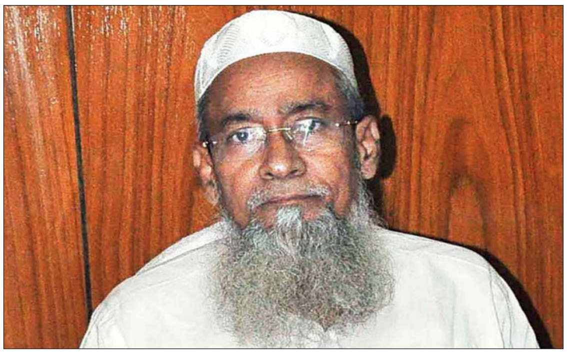

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। ২৫ জুন বুধবার কোচবিহারে গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী অনেকটাই দায়িত্বহীন হয়ে পড়ছেন। তার প্রমাণ বিধানসভায় পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপি সদস্যরা বিধানসভায় অশুভ আচরণ করেন। বিধানসভার অভ্যন্তরে বসার বেঞ্চ, মাইক ভেঙে দিয়েছেন তারা। মার্শাল করে তাদের সরানো হলেও, সেখানেও তারা মারপিট করেছে। যারা বিধানসভাকে কুরুক্ষেত্র তৈরি করেছেন। তাদের কাছে কিছুই আশা করা যায় না।" এরপরেই তিনি বলেন, "এরা হিন্দু হিন্দু বলে হিন্দুদের মনকে বিষিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু হিন্দু বলেননি, কিন্তু লোকে জানেন তিনি হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু হিন্দু বলেননি। কোচবিহারের রাজাও হিন্দু ছিলেন, তিনিও অন্য সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করেছেন।"

শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, "উনি কি গীতা পড়েছেন? রামায়ণ পড়েছেন? মহাভারত পড়েছেন? উনি কিছুই পড়েননি। যে আইডিয়াটা প্রধানমন্ত্রী এবং আরএসএস দিচ্ছে ওই হিন্দুত্বের কথা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ভোট কম পেয়েছে বিজেপি, আসলে হিন্দু হিন্দু করেছেন বলেই ভোট কম পেয়েছেন। হার স্বীকার করেছেন। আর হিন্দু হিন্দু বলে কিছু হবে না সামনের বিধানসভায় নীল হয়ে যাবেন।" বিজেপির পাল্টা দাবি, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন।

রথযাত্রার আনন্দ

সালিশির নামে টাকা নয়, দলের নেতাদের হুঁশিয়ারি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সালিশি সভার নামে দলের নেতাদের টাকা তোলা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ২৬ জুন বৃহস্পতিবার দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের নাজিরহাটে এক কর্মীসভায় এমনই বার্তা দেন। তিনি আরও বার্তা দিয়েছেন, দলীয় পতাকা লাগিয়ে কারও জমি দখল করা যাবে না। অথবা কারও জমি দখল করতে সাহায্য করা যাবে না। তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা লাগিয়ে আমরা কারও জমি দখল করব না। অথবা কারও জমি দখলে সাহায্য করব না।" সেক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এ অভিযোগ করেন, স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বেশ কিছু ভোট সব নির্বাচনে বিজেপির দিকে যায়। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "এ সবই লোক দেখানো বক্তব্য তৃণমূল নেতাদের। আদতে তাদের মদতে গ্রামে অরাজকতা তৈরি হয়েছে। সালিশির নামে টাকা তোলা, জমি দখল করে নেওয়া তৃণমূল নেতাদের কাজ। ক্ষমতাচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে।" দিনহাটা বিধানসভার নাজিরহাট-১ ও ২ নম্বর অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের শাসক দলের কাছে। শাসক দল তথা বিধায়ক উদয়ন গুহের গড় বলে পরিচিত দিনহাটার ওই দুটি অঞ্চল নিয়ে চিন্তায় রয়েছে শাসক নেতৃত্ব। ওই দুটি অঞ্চলেই বিজেপির সংগঠন মজবুত। এর আগে একাধিক নির্বাচনে ওই দুটি অঞ্চলে তৃণমূলকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দিয়েছিল বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে ওই দুই এলাকায় নিজেদের শক্তি বাড়াতেই উদয়ন সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দল মনে করছে, দলেরই স্থানীয় কিছু নেতৃত্বের বাড়-বাড়ন্তের জন্যে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সে কথা ভেবেই উদয়ন সতর্ক করেছেন স্থানীয় নেতৃত্বকে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে এই এলাকার বাসিন্দারা বিএসএফের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে আন্দোলন করেছিলেন। সেই ঘটনায় বিডিও ও এসডিওকে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন সীমান্তের বাসিন্দারা। অবশেষে মন্ত্রী এদিন এলাকায় গিয়ে গ্রামবাসীদের দাবি শুনে দ্রুত সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দেন।

যোগ্যদের স্কুলে ফেরানো সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানো সহ একাধিক দাবিতে জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিল এআইডিএসও। ২৫ জুন বুধবার কোচবিহার শহরের ক্ষুদিরাম স্কোয়ার সংলগ্ন ডিআই অফিসের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সভা করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও'র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, জেলা সম্পাদক আসিফ আলম। পরে জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে চাকরি দুর্নীতিতে যুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ, রাজ্যের ৮০২৭ টি সরকারি স্কুল বন্ধের ষড়যন্ত্র বাতিল, একাদশ দ্বাদশে সেমিস্টার প্রথা বাতিল, স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রী কোর্স বাতিল, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি'২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি'২৩ বাতিল এবং বাসে ছাত্র-ছাত্রীদের এক তৃতীয়াংশ ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা সহ কোচবিহার জেলার ছাত্র ছাত্রীদের একাধিক দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসকের দফতর অভিযান করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। কোচবিহার শহরের ক্ষুদিরাম স্কোয়ার সংলগ্ন ডিআই অফিসের সামনে তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, ২০১৬ সালের যোগ্য শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শরিফুল ইসলাম এবং কোচবিহার জেলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা তুলে ধরেন সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক আসিফ আলম। সেখান থেকে একটি চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ডিআই এর সঙ্গে দেখা করে কোচবিহার জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা স্মারকলিপির মাধ্যমে তুলে ধরেন। সেখান থেকে একটি মিছিল কোচবিহার শহররে বিভিন্ন রাস্তা এবং বাজার পরিক্রমা করে ডিএম অফিস পৌঁছায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলম এবং জেলা সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ বসাক।

এবারে লক্ষ্য পঁচিশ হাজার, জোর প্রচারে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে পঁচিশ হাজার মানুষকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল। আর তা নিয়ে কোচবিহার জেলায় জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে তারা। শহর থেকে গ্রামে প্রতিদিন নিয়ম করে তিন থেকে চারটি সভা করছেন দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় প্রত্যেককেই প্রচারে দেখা যাচ্ছে। ২১ জুলাই দিনটি প্রতি বছর কলকাতা ও জেলা স্তরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শহীদ স্মরণ করে থাকে রাজ্যের শাসকদল। মূলত ছাত্র ও যুবদের উপর দায়িত্ব থাকে শহীদ দিবস পালনের। দলের বর্ষীয়ান নেতাদের পরামর্শক্রমে ছাত্র, যুব সংগঠনের সদস্যরা তার আয়োজন করে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তৃণমূলের ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসের কর্মসূচিতে যাওয়ার প্রস্তুতি সভা করা হলো শীতলকুচি কমিউনিটি হলে। ২৪ জুন মঙ্গলবার শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শীতলকুচি কমিউনিটি হলে এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এদিন প্রস্তুতি সভার পাশাপাশি নব নির্বাচিত আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি, যুব সভাপতি, ও মহিলা সভানেত্রীকে ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জানা গিয়েছে, আগামী একুশে জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবসের কর্মসূচিতে শীতলকুচি ব্লক থেকে বহু কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করবে। এই কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি রাজেন্দ্র কুমার বৈদ, যুব সভাপতি স্বপন বর্মন, শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তপন কুমার গুহ, সাধারণ সম্পাদক মদন বর্মন সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা। প্রত্যেককে লাগাতার প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা সভাপতি।

কালীগঞ্জে বালিকার মৃত্যুতে প্রতিবাদ মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে দশ বছরের নাবালিকার মৃত্যুর প্রতিবাদে কোচবিহার আন্দোলনে নামল সিপিএম। ২৪ জুন মঙ্গলবার কোচবিহার শহরের হরিশপাল চৌপথিতে পথ অবরোধ করে ওই আন্দোলন করে সিপিআইএম। এদিন বিকেলে কোচবিহার শহরে মিছিলও করে তারা। মিছিলের পর হরিশপাল চৌপথিতে পথ অবরোধে সামিল হয়। প্রায় দশ মিনিট পথ অবরোধ করা হয়। সিপিএমের অভিযোগ, কালীগঞ্জে বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের আনন্দে সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে বোমা মারা হয়। প্রাণ যায় দশ বছরের মেয়ে তামান্না খাতুনের। ঘটনার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন তারা।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান অব্যাহত আছে কোচবিহারে। ২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার রাতে বামনহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৮ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বামনহাটের বিজেপি কর্মী লক্ষণ বর্মণ ও তাঁর পরিবারের দশ সদস্য দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হানিফ সিকদারের নেতৃত্বে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। হানিফ সিকদার বলেন, "রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ দেখেই তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এই যোগদান তৃণমূলের শক্তি আরও বাড়াবে।" যোগদানকারী লক্ষণ বর্মণ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ দেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম।"

উপনির্বাচনে জয়, বিজয় মিছিল তৃণমূল কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের জয় উজ্জাপন করতে দিনহাটার বুড়িরহাটে বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। ২৫ জুন বুধবার ওই বিজয় মিছিল হয়। তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীদের নেতৃত্বে ওই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূলের দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার, বুড়িরহাট-১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি সঞ্জীব বর্মনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেন। আব্দুল সাত্তার বলেন, "কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হওয়ায় আমরা এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করেছি।"

ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম করে প্রতারণার চেষ্টা দিনহাটায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম করে প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগ উঠল দিনহাটায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য পুলিশ ওই ঘটনায় ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটায় এক ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম ভাঙিয়ে বাইক চুরির চেষ্টা হয়। সেই সময় পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বাইকটি উদ্ধার করে। ১৭ জুন মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে ওই দাবি করেন প্রতারণার শিকার কিশোর বর্মন। কিশোর জানান, সোমবার তিনি তার বাইক নিয়ে দিনহাটায় যাওয়ার পর কয়েকজন ব্যক্তি তার কাছে এসে দাবি করেন যে তার বাইকের ইএমআই বাকি রয়েছে। তার ভিত্তিতে তারা বাইকটি নিয়ে যাবেন। তবে কিশোর নিশ্চিত ছিলেন যে তার সকল কিস্তি পরিশোধিত। সন্দেহবশত তিনি দ্রুত দিনহাটা থানা পুলিশের সহায়তা নেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে আতঙ্ক কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারে। ২২ জুন রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরের মা ভবানী চৌপথি সংলগ্ন এলাকার একটি ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমারে। এদিন দুপুর একটা নাগাদ হঠাৎই ওই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দে সরকার বলেন, "হঠাৎ করেই ওই ট্রান্সফরমারে আগুন লাগে। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে চলে যায়।"

মিস গ্র্যান্ড ইন্ডিয়া ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন রেশমি দেওকোটা

রেশমি দেওকোটা, শিলিগুড়ির একজন ২৪ বছর বয়সী মডেল এবং উদ্যোক্তা। তিনি এবছর মিস গ্র্যান্ড ইন্ডিয়া ২০২৫-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় প্রতিযোগিতাটি ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। রেশমি ভারত জুড়ে ৫০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত শীর্ষ ফাইনালিস্টদের মধ্যে রয়েছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রেশমি শুধুমাত্র একজন মডেল এবং অভিনেত্রিই নন, একজন সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক এবং পরামর্শদাতাও। তিনি এসআর মডেলিং স্টুডিওর পরিচালক, যেখানে তিনি স্টাইলিং এবং পেশাদার উপস্থাপনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী মডেলদের তৈরি করেন। নয় বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সঙ্গে, তিনি ফ্যাশন উইক, বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন এবং আন্তর্জাতিক শ্যুটে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেরা মডেলের পুরস্কার এবং নারী অর্জনকারীর মতো একাধিক প্রশংসা পেয়েছেন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার যাত্রা শুরু হয়। রেশমি একটি মডেলিং-এর বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেটি তিনি ১৫ বছর বয়সে একটি স্থানীয় প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পরে পেয়েছিলেন। তার উচ্চতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় এবং তার মধ্যবিত্ত পটভূমিতে বেড়ে ওঠার কারণে মডেলিং নিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তবু তিনি নিরুৎসাহিত হননি।

রেশমি এখন তরুণদের ক্ষমতায়নে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কথা বলেন, শিশুদের মডেলিং-এর স্বপ্নকে সমর্থন করার জন্য পিতামাতাদের আহ্বান জানান। “ইন্ডাস্ট্রি পাল্টেছে। যদি নিজের উপর বিশ্বাস থাকে তবে আপনি যে কোনও কিছু অর্জন করতে পারেন,” একথা বলে রেশমি পশ্চিমবঙ্গকে গর্বিত করতে প্রস্তুত।

মিলিন্দ চান্দওয়ানির সঙ্গে বাগদান সারলেন অভিকা

বহুল জনপ্রিয় ‘বালিকা বধূ’ ধারাবাহিকের সেই ছোট্ট ‘আনন্দী’ এখন আর ছোট্টটি নেই। এখন তিনি ২৭ বছরের যুবতী। এই মুহূর্তে তাঁকে পর্দায় দেখা না গেলেও সোশাল মিডিয়ায় তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এবার সেই অনুরাগীদের রীতিমতো চমকে দিয়ে নিজের জীবনের বড় সিদ্ধান্তের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন ‘আনন্দী’ ওরফে অভিকা গোর। বুধবার দীর্ঘদিনের প্রেমিক মিলিন্দ চান্দওয়ানির সঙ্গে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করলেন অভিকা। না, বিয়ে করেননি এখনও। তবে প্রেমিকের সঙ্গে বাগদান সেরে ফেললেন অভিনেত্রী।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের সম্পর্কের পর অবশেষে বুধবার মিলিন্দ ও তাঁর ভালোবাসায় মোড়া একগুচ্ছ ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সেই সুখবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন অভিকা...

সোনাক্ষীর অসুস্থতা নিয়ে কী বললেন জাহির?

আবার হানা দিয়েছে মারণ ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যেই করোনার কবলে আক্রান্ত অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। জ্বর হয়েছিল অভিনেত্রীর। জ্বরের পাশাপাশি ছিল আরও নানা উপসর্গ। তাই দেরি না করে করোনা পরীক্ষা করান তিনি। অভিনেত্রীর জ্বরে কাবু হওয়ার মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন স্বামী জাহির ইকবাল। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, হলুদ রঙের তোয়ালে মাথায় ও শরীরে জড়িয়ে বসে আছেন অসুস্থ সোনাক্ষী। কাশতে কাশতে গরম জলের ভাপ নিচ্ছেন তিনি। ভিডিয়োটি শেয়ার করে জাহির লেখেন, “এই মেয়েটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।” জাহিরের ধারণা ছিল, সোনাক্ষীর ভাইরাল জ্বরই হয়েছে। তাই রসিকতা করে এই ক্যাপশন লেখেন তিনি। কিন্তু সাবধানতা বজায়...

প্রেমে পড়েছেন অভিনেত্রী মিশমি দাস!

লুকোচুরি বিন্দুমাত্র পছন্দ নয় তাঁর। অনেকবার সহ-অভিনেতার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অভিনেত্রী মিশমি দাসের। কয়েক মাস আগে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকে অভিনয়ের সময় রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে নাম জড়ায় অভিনেত্রীর। ডিসেম্বরে সৌরভ দাস ও দর্শনা বণিকের বিয়েতে একসঙ্গে উপস্থিত হওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়। সব গুঞ্জন নস্যাৎ করে দিয়ে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, জীবনে নতুন মানুষ আসলে তিনি নিশ্চয়ই জানাবেন। কথা রাখলেন মিশমি। ইনস্টাগ্রামের পাতায় বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। সদ্য মুম্বই গিয়েছেন মিশমি। আপাতত সেখানেই কাজ করার ইচ্ছা তাঁর। মুম্বইয়েই কি মনের মানুষের হদিশ পেলেন মিশমি! প্রেমিকের নাম সুজন সেনগুপ্ত। কলকাতার ছেলে। কর্মসূত্রে তিনিও মুম্বই...

বিজ্ঞানীদের ভুলে এক মঞ্চে শেক্সপিয়রের ৪০টি চরিত্র

২১ জুন আন্তর্জাতিক সঙ্গীত দিবস। ‘কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ আর্টস ফেস্টিভাল’-এর মঞ্চে গাঁথা হবে সুর ও ছন্দের সাথে নাটকের মেলবন্ধন। এদিন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের মঞ্চে তুলে ধরা হবে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের নাটকের ৪০টি চরিত্র। কল্পবিজ্ঞানের উপর ভর করে তৈরি মিউজিকাল-এর চিত্রনাট্যে, একদল বিজ্ঞানী ‘টাইম ট্রাভেল’ নিয়ে কাজের উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁরা একটি ভুল করে ফেলায় সেই জায়গায় চলে আসে শেক্সপিয়রের একাধিক নাটকের চরিত্রেরা। অনুষ্ঠানের কিছুটা সরাসরি মঞ্চস্থ করা হবে। কিছুটা আগে থেকেই শুটিং করা, যা মঞ্চের পর্দায় তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানের ভাবনা নিয়ে শিল্পী রাজীব চক্রবর্তী বলেন, “দেড় বছর আগে থেকে এই ভাবনা আমাদের। ৪০টি চরিত্র এক জায়গায় এলে কী হতে...

সময় ভালো যাচ্ছে না ভাইজানের, ফের লোকসানের সম্মুখীন

ফের বড় ক্ষতির সম্মুখীন হলেন অভিনেতা সালমান খান। গত বছর থেকে আতঙ্কে দিন কাটছে সালমানের। লরেন্স বিশ্নোইয়ের তরফ থেকে এসেছে পর পর হুমকি। এমনকি, তাঁর বাড়ির সামনেও হয়েছে গুলিবর্ষণ। জোরদার নিরাপত্তার মধ্যে চলেছিল ‘সিকন্দর’ ছবির শুটিং। চলতি বছর ইদে মুক্তি পায় সেই ছবি। এবার সেই ছবির জন্যই বড় ক্ষতির কবলে পড়লেন বলিউডের ভাইজান। ছবি নিয়ে অনুরাগীদের উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু ছবি মুক্তি পাওয়ার আশানুরূপ ফল করতে পারেনি সেই ছবি। বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ‘সিকন্দর’। এর মধ্যেই ছবির নির্মাতারা জানালেন, ছবির পাইরেসির কারণেই তাঁদের ৯১ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। মুক্তির কয়েক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গোটা ছবিটি নেটদুনিয়ায় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।...

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ভারতী

ব্যাংকক থেকে ফেরার পরই গুরুতর অসুস্থ ভারতী সিংহ। করোনা আবহে ভেঙে পড়েছেন তিনি। দেশে এবং সারা বিশ্বে আবার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা। যদিও চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, করোনার এই ভ্যারিয়েন্ট তেমন উদ্বেগজনক নয়। কিন্তু নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আতঙ্কিত ভারতী। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নিজের পরিস্থিতির কথা ভাগ করে নিলেন কৌতুকশিল্পী। অভিনেত্রী তথা কৌতুকশিল্পী নিয়মিত ভ্লগিং-এর মাধ্যমে অনুরাগীদের সংস্পর্শে থাকেন। সম্প্রতি একটি ভিডিয়োয় তাঁকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে। সেখানেই নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে ভারতী জানান, কিছুদিন আগে ব্যাংকক গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পর থেকে কিছুতেই জ্বর কমছে না তাঁর। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন তিনি।

এন্ডোস্কোপিক স্কাল বেস সার্জারি: ব্রেন টিউমার চিকিৎসার পথে নতুন দিশারী

আয়াদুরাই আর, হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট

এন্ডোস্কোপিক স্কাল বেস সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে শিলিগুড়িতে আমাদের ক্লিনিকে বিশেষজ্ঞ সেবা এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য আসেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচীর জন্য, অনুগ্রহ করে [8929967886] - https://www.yashodahospitals.com/ এ যোগাযোগ করুন।

এন্ডোস্কোপিক স্কাল বেস সার্জারির আবির্ভাবের ফলে নিউরোসার্জারিতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে, বিশেষ করে পিটুইটারি অ্যাডেনোমাস এবং ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জি ওমাসের মতো জটিল মস্তিষ্কের ম্যালিগন্যান্সির চিকিৎসায়। এই নতুন, ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতিটি মাথার খুলির গোড়ায় পৌঁছানো কঠিন স্থানে থাকা ম্যালিগন্যান্সি রোগীদের ফলাফল এবং জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করছে।

স্কাল বেস টিউমার অ্যাক্সেসে বিপ্লব ঘটানো

মাথার খুলির বেস টিউমারের জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে কখনও কখনও বড় ক্রেনিয়াল অ্যাপারচার, উল্লেখযোগ্য ব্রেন রেট্রাকশন এবং রিকভার করার জন্য দীর্ঘ সময়কালের প্রয়োজন হয়।অন্যদিকে, এন্ডোস্কোপিক এন্ডোনাসাল সার্জারির জন্য ডাক্তাররা মুখের গঠন পরিবর্তন না করে বা নাক এবং সাইনাসের প্রাকৃতিক চ্যানেল ব্যবহার করে বাইরে কোনো রকমের ছেদ তৈরি না করেই খুলির বেসে ক্যান্সার অ্যাক্সেস করতে পারেন। নিউরো সার্জনরা উল্লেখযোগ্য নির্ভুলতার সাথে টিউমার দেখতে এবং অপসারণ করতে একটি হাই-ডেফিনেশন এন্ডোস্কোপ এবং মাইক্রোসার্জিক্যাল যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন।

ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জি ও মাস এবং পিটুইটারি অ্যাডেনোমাসের আভাস

পিটুইটারি অ্যাডেনোমা এবং ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জিওমা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে কারণ এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিউরো ভাসকুলার সিস্টেমের কাছাকাছি। এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি টিউমার এবং এর আশেপাশের শারীরস্থানের একটি প্যানোরামিক দৃশ্য প্রদান করে, যা বিচ্ছেদ এবং অপসারণকে নিরাপদ করে তোলে, এমনকি এমন টিউমারগুলির জন্যও যা

অপটিক স্নায়ুগুলিকে সংকুচিত করে বা সাবরাকনয়েড অঞ্চলে প্রসারিত হয়। এখন, সার্জনরা গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর ঝুঁকি কমিয়ে আরও সাফল্যের সাথে টিউমার সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে পারেন।

এন্ডোস্কোপিক স্কাল বেস সার্জারির ঐতিহ্যবাহী অস্ত্রোপচার পদ্ধতির তুলনা করলে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাওয়া যায়। পদ্ধতিটি নাকের প্রাকৃতিক পথ দিয়ে টিউমারের চিকিৎসা করে, বাইরে কোনোরকমের দাগ বা মুখে কোনও ছেদ ছাড়াই আরও আকর্ষণীয় ফলাফল প্রদান করে। এটি মস্তিষ্ক এবং সংলগ্ন কাঠামোর ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যা থেরাপিগুলিকে নিরাপদ করে তোলে। হাসপাতালে স্বল্প সময় থাকা এবং দ্রুত নিরাময়ের সময় রোগীদের তাড়াতাড়িই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করতে সাহায্য করে। এমনকি, পুনর্গঠনমূলক কৌশলের উন্নতির ফলে সংক্রমণ এবং সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড লিকেজ-এর মতো সমস্যা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, যখন টিউমারগুলি অপটিক সিস্টেমকে চেপে ধরে, তখন এই ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচারের ফলে প্রায়শই আরও ভাল দৃষ্টি ফলাফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত সুবিধাগুলি জীবনের উন্নত মানের, অস্ত্রোপচারের পরে কম অস্বস্তি এবং হরমোন এবং স্নায়বিক কার্যকারিতার আরও ভাল সংরক্ষণের দিকে পরিচালিত করে।

ক্রমাগত উন্নতি এবং ক্রমবর্ধমান ইঙ্গিত

এন্ডোস্কোপ প্রযুক্তি, ইমেজিং এবং সার্জিক্যাল নেভিগেশনের ক্রমাগত অগ্রগতির কারণে, এই পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে এমন বিভিন্ন ধরণের ম্যালিগন্যান্সি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব ক্ষত আগে নিরাময়যোগ্য বলে মনে করা হত, সেগুলিও এই সাফল্যের মধ্যে রয়েছে। রেডিওলজিস্ট, ইএনটি বিশেষজ্ঞ এবং নিউরোসার্জনদের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতা ফলাফল এবং সুরক্ষা আরও উন্নত করে।

অতএব, এন্ডোস্কোপিক স্কাল বেস সার্জারি মস্তিষ্কের ম্যালিগন্যান্সির চিকিৎসায় একটি আদর্শ পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, পিটুইটারি অ্যাডেনোমাস এবং ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জিওমাস সহ ক্যান্সারের জন্য কম আক্রমণাত্মক, খুব কার্যকর বিকল্প প্রদান করে। কৌশলটি জ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে, এই পদ্ধতিটি আরও বৃহত্তর পরিসরে রোগীদের সাহায্য করতে পারে, যা নিউরোসার্জিক্যাল কেয়ার স্পেকট্রামকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে।

পশ্চিমবঙ্গে ফেনেস্টার ১৪তম শোরুম এবার পূর্ব মেদিনীপুরের কন্টাইতে

মেদিনীপুর: প্রিমিয়াম জানালা এবং দরজার জন্য ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড ফেনেস্টা এবার পূর্ব মেদিনীপুরের কন্টাইতে তার প্রথম শোরুম চালু করেছে। এটি তার পশ্চিমবঙ্গের ১৪তম শোরুম। সুজাতা এন্টারপ্রাইজ দ্বারা পরিচালিত, এই নতুন শোরুমটি ভিল-সেরপুর, বামুনবার, মারিশদা, পোস্ট অফিস দুরমুথ, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৪০১ ঠিকানায় অবস্থিত। এটি সারা দেশে উচ্চ-মানের ফেনেস্ট্রেশন সমাধান সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়।

সদ্য উদ্বোধন হওয়া শোরুমটি গ্রাহকদের ফেনেস্টার বিস্তৃত পোর্টফোলিওয় থাকা ইউপিভিসি এবং অ্যালুমিনিয়ামের জানালা এবং দরজা, শক্ত প্যানেলের দরজা, এবং হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি দেখার সুযোগ করে দেয়। এই গ্রাহককেন্দ্রিক স্থানটি বাড়ির মালিক, স্থপতি এবং বিল্ডারদের উচ্চতর কর্মক্ষমতা দেয়, নান্দনিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

লঞ্চের সময়, ফেনেস্টার বিজনেস হেড, মিঃ সকেত জৈন বলেন, "আমরা ফেনেস্টার অভিজ্ঞতা কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুরে নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত। ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল আধুনিক জীবনধারার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেড়ে উঠছে। এই নতুন শোরুমের উদ্বোধন আমাদের নিরন্তর প্রয়াসকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। আরও শক্তি-দক্ষ সমাধান প্রদানের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত। এই প্রাণবন্ত অঞ্চলে বাড়ির মালিক, নির্মাতা এবং ডিজাইনাররা এবার তাদের স্বপ্নের জায়গাগুলিকে আমাদের সঙ্গে উপলব্ধি করবে।"

ভারত জুড়ে ৩৫০ টিরও বেশি শোরুমের নেটওয়ার্ক রয়েছে। নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপে একটি আন্তর্জাতিক উপস্থিতি থয়েছে এই কোম্পানির। ফেনেস্টা তার উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং গ্রাহক-প্রথম দর্শনের সঙ্গে ফেনস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে।

পূর্ব ভারতে সম্প্রসারণে জোর দিচ্ছে মণিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স

শিলিগুড়ি: মণিপালসিগনা (ManipalCigna) হেলথ ইন্স্যুরেন্স পূর্ব ভারতে নিজেদের উপস্থিতি দ্বিগুণ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে ৪২টি শহরে ১০,০০০-র বেশি এডভাইজার থাকা সংস্থাটি শাখা ও পরামর্শদাতা সংখ্যা দ্বিগুণ করতে চায়। ২০২৫ অর্থবর্ষে (FY25) পূর্ব ভারতে ১৩০ কোটি টাকার বেশি প্রিমিয়াম আদায় করেছে তারা, যার মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৫৫ কোটি টাকার বেশি। মে ২০২৫-এ এসএএইচআই-গুলির (SAHI) মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৩% বার্ষিক (YoY) প্রিমিয়াম বৃদ্ধিও হয়েছে। গত তিন বছরে পূর্ব ভারতে ২০০ কোটি টাকার বেশি ক্লেম পরিশোধ করেছে সংস্থাটি। ২০২৫ অর্থবর্ষে (FY25) পূর্বাঞ্চলে ২১ লক্ষেরও বেশি জীবন কভার ও ৪৫,০০০-এরও বেশি পলিসি ইস্যু হয়েছে। কলকাতায় নতুন ব্যবসার অর্ধেকই এসেছে 'সর্বাহ' (Sarvah) প্ল্যান থেকে। উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে 'সর্বাহ' (Sarvah), 'লাইফটাইম হেলথ' ও 'সিনিয়র সিটিজেন প্ল্যান'-সহ একাধিক প্রোডাক্ট চালু করেছে মণিপালসিগনা।

কলকাতায় লেনোভোর প্রথম হাইব্রিড এক্সপেরিয়েন্স স্টোর

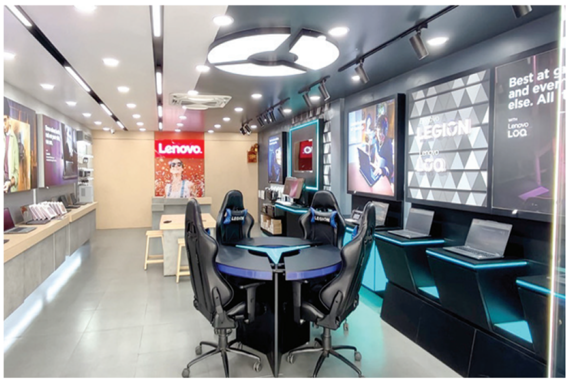

কলকাতা: লেনোভো পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে তার স্টোরগুলিকে ট্রান্সফর্ম করেছে। পূর্ব অঞ্চলে তার রিটেইল উপস্থিতি এখন ৫৫+ স্টোরে পৌঁছেছে। কোম্পানি পাটনা (বিহার) এবং কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সহ ছয়টি নতুন হাইব্রিড স্টোর খুলেছে, যেখানে একটি ডেডিকেটেড গেমিং জোন থাকছে।

স্টোরগুলি ইমারসিভ অভিজ্ঞতা দিতে ডিজাইন করা হয়েছে, এই স্টোরগুলি ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে, উদ্ভাবনী পণ্য প্রদর্শনী অফার করছে এবং দক্ষ কর্মীরা রয়েছেন সাহায্যের জন্য।এই স্টোরগুলি গেমিং উৎসাহীদের গেমিং প্রযুক্তিতে লেনোভোর লেটেস্ট উদ্ভাবনগুলি খুঁজে দেখার সুযোগ দেয়। থাকছে লেনোভোর এআই-এনাবেলড গেমিং, ভোক্তা এবং বাণিজ্যিক ডিভাইসের প্রদর্শন।

উত্তর ও পূর্ব – গ্রাহক ব্যবসার বিক্রয় প্রধান রাঘবেন্দ্র আরাভিতির কথায়, "পূর্ব ভারত আমাদের প্রবৃদ্ধির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই নতুন আউটলেটগুলি কেবল রিটেইল স্টোর নয় - এগুলি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যা আমাদের উদ্ভাবনকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে।"

লেনোভোর এখন ভারত জুড়ে ৫৫০+ স্টোর রয়েছে। নতুন স্টোরগুলি ভুবনেশ্বর, ধনবাদ, রায়পুর এবং রাঁচিতে কৌশলগতভাবে অবস্থিত। যা গ্রাহকদের এলওকিউ, লেজিওন, আইডিয়াপ্যাড, যোগা অরা এডিশন, থিঙ্কপ্যাড, থিঙ্কবুক এবং ট্যাবলেট সিরিজ সহ লেনোভোর লেটেস্ট ডিভাইসগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য

কলকাতায় নতুন স্টোর লঞ্চ পেপারফ্রাই-এর

মেদিনীপুর: পেপারফ্রাই, ভারতের নেতৃস্থানীয় ই-কমার্স আসবাবপত্র এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস কোম্পানি, আজ কলকাতার কমলগাজীতে তার নতুন স্টোর লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। নিতিন সুরেকার সঙ্গে অংশীদারিত্বে চালু হওয়া নতুন স্টোরটি ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং গ্রাহকদের ১০০০ টিরও বেশি ব্র্যান্ডের আসবাবপত্র এবং বাড়ির সাজসজ্জার পণ্যের একটি কিউরেটেড নির্বাচন অফার করে। পেপারফ্রাই-এর ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের কাছ থেকে বিশেষ ডিজাইনের পরামর্শ নিয়ে গ্রাহকরা তাদের অনন্য চাহিদা অনুসারে পার্সোনালাইজড কেনাকাটার অভিজ্ঞতা আশা করতে পারেন। "আমরা কলকাতায় আমাদের নতুন স্টোর চালু করতে পেরে আনন্দিত। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদাররা আমাদের মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা গ্রাহকদের ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য নীতিন সুরেকার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।,"বলেছেন পেপারফ্রাইয়ের চিফ বিজনেস অফিসার হুসেইন কেসুরি।

ফ্র্যাঞ্চাইজ স্টোরের মালিক নিতিন সুরেকা যোগ করেছেন, "আমরা পেপারফ্রাইয়ের সঙ্গে অংশীদারীত্ব করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমরা বিশ্বাস করি যে এই অংশীদারিত্ব আমাদের গ্রাহকদের একটি অতুলনীয় কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সক্ষম করে তুলবে।"

৯০টিরও বেশি শহর জুড়ে ১৫০ টিরও বেশি স্টোর সহ, পেপারফ্রাই-এর ওমনি-চ্যানেল স্ট্র্যাটেজি ভারতের আসবাবপত্র রিটেইল ল্যান্ডস্কেপে বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি বিজনেস মডেল অনলাইন এবং অফলাইন অভিজ্ঞতার একটি অনন্য মিশ্রণ অফার করে। নতুন স্টোরের ঠিকানা মডেল ওয়ান এ. এস কনস্ট্রাকশন, সাইট্রাস ক্লোভ, কমলগাজী, নরেন্দ্রপুর, রাজপুর সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৩। সকাল 11টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত নতুন স্টোর খোলা থাকবে।

ফ্লিপকার্ট 'প্লাস' প্রোগ্রাম সুপারকয়েনের সাথে কেনাকাটায় আনুন নতুন চমক

বেঙ্গালুরু: ফ্লিপকার্ট, ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, তাদের আপগ্রেড করা লয়্যালটি প্রোগ্রাম 'ফ্লিপকার্ট প্লাস' চালু করেছে, যার প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে দুর্দান্ত সঞ্চয় এবং বিস্তর সুবিধা। প্রতিটি কেনাকাটায় 'প্লাস' গ্রাহকরা সুপারকয়েনের ব্যবহার করে বিচক্ষণতার সাথে কেনাকাটা করে সাশ্রয় করতে পারবে

প্রোগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুই হল সুপারকয়েন, যা ব্যবহার করে কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা নিশ্চিত ৫% ছাড় আনলক করতে পারবেন। এর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নতুন নতুন পুরস্কার জিতে নেওয়ার অসাধারণ সুযোগ। এদিকে, অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক অফার, শীর্ষ শপিং ইভেন্টগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস এবং গিফট কার্ড এবং কুপনের মতো পোস্ট-অর্ডার সহ অসাধারণ 'ট্রিটস'।

ফ্লিপকার্ট-এর প্লাস প্রোগ্রামের সদস্যপদের জন্য কোনরকম ফি চার্জ করা হবে না, কারণ, ১ সুপারকয়েন অর্থাৎ ₹১ সেভিংস পাশাপাশি, গ্রাহকরা ১২ মাসে মাত্র ১০টি লেনদেন সম্পন্ন করে 'প্লাস সিলভার'সদস্য হতে পারেন, ২০টি লেনদেন সম্পন্ন করে 'প্লাস গোল্ড আনলক করতে পারেন এবং প্রতিটি অর্ডারে অতিরিক্ত সুপারকয়েন জেত এবং প্রাথমিক অ্যাক্সেস উইন্ডোতে আরও বেশি ব্যাংক অফার পেতে পারেন। এই কয়েনগুলি ফ্লিপকার্টের সব ক্যাটাগরির কেনাকাটাতেই ব্যবহারযোগ্য, যা সাশ্রয়কে করবেআরও সহজ ও ঝামেলাহীন।

এই প্রসঙ্গে, ফ্লিপকার্টের লয়্যালটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহাত প্যাটেল বলেন, "ফ্লিপকার্ট প্লাস প্রতিদিন গ্রাহকদের জন্য বাস্তব ও অসাধারণ মূল্য প্রদান করার জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে অ্যাক্টিভ গ্রাহকরা প্রতিটি অর্ডারে সুপারকয়েন অর্জন করতে পারবে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ফ্লিপকার্টের প্রতিটি কেনাকাটায় বাস্তব ও প্রতিদিনের সেভিংসের অভিজ্ঞতা তৈরি করা যায়।"

ভারতে স্কেলেবল হাইড্রোজেন-ভিত্তিক শক্তি এগিয়ে নিয়ে যেতে ওহমিয়ামের সাথে হাত মিলিয়েছে টিকেএম

শিলিগুড়ি: টয়োটা কিরলোস্কর মোটর (টিকেএম) ভারতে গ্রিন হাইড্রোজেন-ভিত্তিক সমন্বিত বিদ্যুৎ সমাধান সরবরাহ করতে ওহমিয়াম ইন্টারন্যাশনালের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর লক্ষ্য হল এমন পরিষ্কার শক্তি সমাধান তৈরি করে দক্ষ, কার্যকর এবং স্কেলেবল, ভারতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ঘটানো।

উভয় কোম্পানিই ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে জ্বালানি মুক্ত এবং ২০৭০ সালের মধ্যে নিট শূন্য নির্গমন অর্জন করে তুলতে কাজ করছে। এটি অর্জন করার জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

তাই, ভারত সরকার স্থানীয় বিনিয়োগ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দ্বারা সমর্থিত একটি শক্তিশালী হাইড্রোজেন অর্থনীতি গঠন করতে ২০২৩ সালে জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন চালু করেছিল। এই ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে, টিকেএম তার টয়োটার পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ২০৫০ -এর মাধ্যমে গ্লোবাল প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করছে। এককথায় বলতে গেলে, এই সমঝোতা স্মারকটি ভারতের শক্তি পরিবর্তন রোডম্যাপে হাইড্রোজেনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই বিষয়ে ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নীতিন গডকরি বলেছেন, "ভারত সরকার কার্বন-নিরপেক্ষ, স্বনির্ভর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য হাইড্রোজেনকে একটি পরিষ্কার, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে প্রচার করছে। একইভাবে, আমাদের কর্পোরেট এবং প্রযুক্তির শীর্ষনেতারা যেমন, টয়োটা এবং ওহমিয়াম একটি সবুজ এবং আরও টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তুলতে 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত হাইড্রোজেন-নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা প্রদর্শন করছে।"

খাদ্য কর্পোরেশনের নতুন উদ্যোগে চমক

খাদ্যশস্যের বহুমুখী ব্যবহারে নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে ভারত। এবার চাল থেকে তৈরি হবে ইথানল, যা ব্যবহার করা হবে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে। খাদ্য কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (FCI) এই প্রকল্পের ঘোষণা করে জানায়, অতিরিক্ত চাল মজুতকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনের পথে হাঁটছে কেন্দ্র।

অতিরিক্ত উৎপাদিত চাল থেকে ইথানল উৎপাদন করা হবে, যা পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে যানবাহনে ব্যবহার করা যাবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের যৌথ তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

চাল থেকে ইথানল উৎপাদনের জন্য বায়ো-রিফাইনারি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে, যার মধ্যে পাঞ্জাব বিহার ও মহারাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য।

কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূলে চাল সংগ্রহ করে তা ইথানল উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে, ফলে কৃষকর লাভবান হবেন।

জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়লে কার্বন নিঃসরণ কমবে এবং পরিবেশ রক্ষা পাবে।

এই উদ্যোগ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "ভারতকে জ্বালানির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করতে হলে কৃষিভিত্তিক জ্বালানির দিকে নজর দিতে হবে। চাল থেকে ইথানল উৎপাদন সেই পথেই এক বড় পদক্ষেপ।"

ভারতে উপলব্ধ নভো নরডিস্ক-এর ওয়েগোভি® ওষুধ

কলকাতা: নভো নরডিস্ক, ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার উত্তরাধিকারী ডেনিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, এই প্রথম ভারতে ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন যুগান্তকারী ওষুধ Wegovy® (injectable semaglutide) চালু করেছে।

এটি সপ্তাহে একবার নেওয়া যায় এবং ভারতে প্রথম ও একমাত্র প্রেসক্রিপশন ভিত্তিক ওষুধ যা দীর্ঘমেয়াদি ওজন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রতিকূল কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্টের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এটি পাঁচটি ডোজিং শক্তিতে আধুনিক ইনজেকশন পেন ডিভাইসে উপলব্ধ, যা সহজেই ব্যবহার করা যায়।

ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্থূলতা-প্রবণ দেশে পরিনিত হয়েছে। এর প্রধান কারণগুলি হল জেনেটিক, হরমোনাল, মানসিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সহ অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুখ, যেমন টাইপ ২ ডায়াবেটিস বা হাঁপানি, যার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা।

গবেষণায় দেখা গেছে, এটি ব্যবহারে প্রতি তিনজনের একজনের ওজন ২০% বা তার বেশি কমেছে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের সমন্বয়ে। এছাড়াও, এটি হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক বা মৃত্যুর ঝুঁকি ২০% পর্যন্ত কমাতে সক্ষম।

এই ওষুধে ব্যবহৃত Semaglutide-ই Ozempic®-এর মূল উপাদান, যেটি টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়, যা এখনও ভারতে পাওয়া যায় না। এটি ক্ষুধ কমায়, পেট ভর্তি রাখে এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হ্রাস করে।

নভো নরডিস্ক ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রান্ত শ্রীত্রিয়া বলেন, "ভারতে স্থূলতা এখন একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে Wegovy® একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। পণ্যটি প্রথম তিনটি ডোজিং শক্তির জন্য একই মূল্য অফার করে যা দেশে অতিরিক্ত ওজনের স্থূলতার ক্রমবর্ধমান বোঝা মোকাবেলায় Wegovy-এর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।" Wegovy® এখন ভারতে একটি প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক চিকিৎসা হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। এটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ঋতিকা সমাদ্দারের পরামর্শে, কোলেস্টেরল রাখুন নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা: হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো জীবনযাত্রার রোগগুলি প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কোলেস্টেরলের মতন ঝুঁকিপূর্ণ রোগ দেখা দিতে পারে। তাই, নিউ দিল্লির ম্যাক্স হেলথকেয়ারের ডায়েটেটিক্স আঞ্চলিক প্রধান ঋতিকা সমাদ্দার নিয়মিত ব্যায়ামের পাশাপাশি অ্যালমন্ড, ওটস, গোটা শস্য, ফল এবং শাকসবজির মতো খাবার সহ সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

কারণ, অ্যালমন্ডে রয়েছে প্রোটিন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্কের মতো ১৫টি অপরিহার্য পুষ্টি, যা প্রতিদিন খেলে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর সাথে সাথে হার্টের ক্ষতিকর প্রদাহও দূর করা যায়। তাই, প্রতিদিন এক মুঠো অ্যালমন্ড খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা কোলেস্টেরলের সাথে পেটের ফ্যাট এবং কোমরের পরিধি কমাতে পারে, যা সবই হৃদরোগের ঝুঁকির প্রধান কারণ।

গোটা শস্য এবং ওটস-এও রয়েছে ব্যাপক স্বাস্থ্য উপকারিতা, এগুলি খাদ্যতালিকায় যোগ করলে রক্তচাপ উন্নত করার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করা যায়।

একইভাবে, ফল লিপিড স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি করতে পারে কারণ এতে ফাইবারের পরিমাণ, উচ্চ জলের মাত্রা এবং কম স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। এটি কেবল কোলেস্টেরল কমায় না বরং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে, তৃপ্তি বাড়ায় এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তেমনভাবেই, নিয়মিত রসুন খেলেও মোট এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো যায়।

তবে, কেবল স্বাস্থ্যকর খাওয়ার খেলেই চলবে না, হার্টের সুস্থতা বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করাও প্রয়োজনীয়। তাই, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সুস্থতা বাড়াতে এই খাদ্যতালিকায় এই খাওয়ারগুলি যোগ করুন এবং নিজেকে সুস্থ রাখুন।

ফার্টিলিটি সমস্যার সমাধান করতে পরামর্শ দিলেন ডাঃ শ্রদ্ধা ত্রিপাঠী বিচপুরিয়া

Birla Fertility & IVF

বন্ধ্যাত্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে অনিয়মিত মাসিক, হরমোনজনিত সমস্যা, অণ্ডকোষে ব্যথা, যৌন কার্যকারিতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক শুক্রাণুর প্রোফাইল। তবে, কিছু দম্পতির ক্ষেত্রে, পিতামাতার যাত্রা আরও অস্পষ্ট, কোনও লক্ষণ বা উপসর্গ ছাড়াই, যা ক্রমাগত হতাশার দিকে পরিচালিত করে। এই ঘটনাটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০% বন্ধ্যাত্ব দম্পতির ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তাই এটি সঠিক সময়ে শনাক্ত করা জরুরী, জানালেন শিলিগুড়ির বিড়লা ফার্টিলিটি এবং আইভিএফ-এর ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্রদ্ধা ত্রিপাঠী বিচপুরিয়া।

কারণ, এই ধরণের বন্ধ্যাত্ব অনেক সময়ই এতটাই সূক্ষ্ম থাকে যে, সেগুলো সাধারণ পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। তাই, পরিবেশগত এবং জীবনযাত্রার অবস্থা, যেমন কীটনাশকের সংস্পর্শে আসা, প্রক্রিয়াজাত খাবার, প্লাস্টিকের প্যাকেজিং এবং বায়ু দূষণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মানসিক চাপ, অপর্যাপ্ত ঘুম এবং হিমায়িত বা প্রিজারভেটিভ সমৃদ্ধ খাবার অনেকদিন ব্যবহার করলেও পুরুষ এবং মহিলাদের উভয়েরই প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস হতে পারে। বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় শুক্রাণুর ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন টেস্টিং, হিস্টেরোস্কোপি এবং সম্ভাব্য সমস্যাগুলি সনাক্ত করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করার মতো উন্নত পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। চিকিৎসা পদ্ধতিতে সার্জারি, আক্রমণাত্মক পদ্ধতি এবং ডিম্বস্ফোটন আবেশন, আইইউআই, বা আইভিএফের মতো বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

তাই ডাঃ বিচপুরিয়া প্রাথমিক পরামর্শের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, যদি ১২ মাস চেষ্টা করার পরেও বা ৩৫ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬ মাস ধরে গর্ভাবস্থা অর্জন না হয়। তবে, মাঝে মধ্যেই বন্ধ্যাত্বের যাত্রায় সবচেয়ে কঠিন বিষয় হয়ে ওঠে কেবল সঠিক রোগ নির্ণয় নয় বরং 'স্বাভাবিক' রেজাল্টে লুকিয়ে থাকা বিষয়গুলিকে খুঁজে বের করা।

বুমরাহের সঙ্গে বুমারের নতুন টিভিসি

মার্স রিগলি ইন্ডিয়া বুমারের জন্য একটি সাহসী নতুন প্রচারাভিযান নিয়ে এসেছে। যা গাম ক্যাটাগরিতে নতুন। এই আইকনিক গাম ব্র্যান্ড তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতে বাবল গামের মার্কেটে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেটের পেস সেনসেশন জাসপ্রিত বুমরাহকে নিয়ে এবার তারা নতুন টিভিসি নিয়ে এসেছে। যা নতুন প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাস, সোয়াগ এবং ব্যক্তিত্ব দেবে।

একটি উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচের পরিস্থিতি সেট করা হয়েছে এই টিভিসিতে। সেখানে জসপ্রিত বুমরাহ যখন সীমানার কাছে ফিল্ডিং করছেন তখন কয়েকজন ভক্ত তাকে বকাঝকা করতে শুরু করে। সে চুপচাপ একটি বুমার গাম চিবিয়ে একটি বাবল তৈরি করে এবং পরিস্থিতি বদলে যায়। বকাঝকা দ্রুত উল্লাসে পরিণত হয়: "বুওওওওও-মরাহ... বুমরাহ!" বিজ্ঞাপনটি দেখায় যে কীভাবে বুমার সেই পরিস্থিতিতে শান্ত থেকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করল, যা যে কোনও কঠিন মুহূর্তকে বিজয়ে পরিণত করল।

নিখিল রাও, চিফ মার্কেটিং অফিসার, মার্স রিগলি, বলেছেন, "নতুন প্রজন্মের জন্য বুমারকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস করছি।" "বুমার হল একটি আইকনিক ব্র্যান্ড যার একটি আইকনিক গান রয়েছে। বুমার বাবলগামের সঙ্গে উভয়কেই একটি নতুন মনোভাব দেওয়ার সুযোগ ছিল এটি।" একথা বলেছেন রাহুল ম্যাথু, সিসিও, ডিডিবি মুদ্রা গ্রুপ।

ফ্লিপকার্ট 'প্লাস' প্রোগ্রাম সুপারকয়েনের সাথে কেনাকাটায় আনুন নতুন চমক

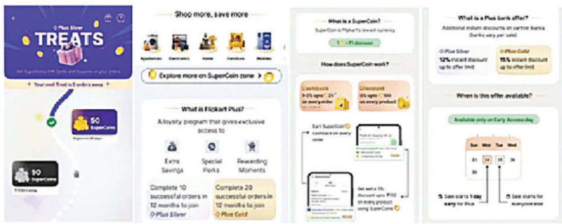

বেঙ্গালুরু: ফ্লিপকার্ট, ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, তাদের আপগ্রেড করা লয়্যালটি প্রোগ্রাম 'ফ্লিপকার্ট প্লাস' চালু করেছে, যার প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে দুর্দান্ত সঞ্চয় এবং বিস্তর সুবিধা। প্রতিটি কেনাকাটায় 'প্লাস' গ্রাহকরা সুপারকয়েনের ব্যবহার করে বিচক্ষণতার সাথে কেনাকাটা করে সাশ্রয় করতে পারবে

প্রোগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুই হল সুপারকয়েন, যা ব্যবহার করে কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা নিশ্চিত ৫% ছাড় আনলক করতে পারবেন। এর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নতুন নতুন পুরস্কার জিতে নেওয়ার অসাধারণ সুযোগ। এদিকে, অতিরিক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক অফার, শীর্ষ শপিং ইভেন্টগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস এবং গিফট কার্ড এবং কুপনের মতো পোস্ট-অর্ডার সহ অসাধারণ 'ট্রিটস'।

ফ্লিপকার্ট-এর প্লাস প্রোগ্রামের সদস্যপদের জন্য কোনরকম ফি চার্জ করা হবে না, কারণ, ১ সুপারকয়েন অর্থাৎ ₹১ সেভিংস। পাশাপাশি, গ্রাহকরা ১২ মাসে মাত্র ১০টি লেনদেন সম্পন্ন করে 'প্লাস সিলভার'সদস্য হতে পারেন, ২০টি লেনদেন সম্পন্ন করে 'প্লাস গোল্ড' আনলক করতে পারেন এবং প্রতিটি অর্ডারে অতিরিক্ত সুপারকয়েন জেতা এবং প্রাথমিক অ্যাক্সেস উইন্ডোতে আরও বেশি ব্যাংক অফার পেতে পারেন। এই কয়েনগুলি ফ্লিপকার্টের সব ক্যাটাগরির কেনাকাটাতেই ব্যবহারযোগ্য, যা সাশ্রয়কে করবেআরও সহজ ও ঝামেলাহীন।

এই প্রসঙ্গে, ফ্লিপকার্টের লয়্যালটির ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহাত প্যাটেল বলেন, "ফ্লিপকার্ট প্লাস প্রতিদিন গ্রাহকদের জন্য বাস্তব ও অসাধারণ মূল্য প্রদান করার জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে অ্যাক্টিভ গ্রাহকরা প্রতিটি অর্ডারে সুপারকয়েন অর্জন করতে পারবে। আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ফ্লিপকার্টের প্রতিটি কেনাকাটায় বাস্তব ও প্রতিদিনের সেভিংসের অভিজ্ঞতা তৈরি করা যায়।"

পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে সস্তার জ্বালানি বিক্রি হচ্ছে দেশের একাধিক জায়গায়

দেশের একাধিক জায়গায় পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে সস্তার জ্বালানি বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে জ্বালানির দাম আরও কমাতে গোটা দেশেই ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫ সালের মধ্যেই তা কার্যকর হবে বলে আজ ঘোষণা করেছেন।

আজকে জি২০ জ্বালানি মন্ত্রীদের সম্মেলনে ভাষণ রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন ভারতে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বত্র ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি হবে। মোদী আজ বলেন, 'আমাদের প্রযুক্তিগত ঘাটতি পূরণের উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। পাশাপাশি জ্বালানি সরবরাহের বিষয়টিও সুনিশ্চিত করতে হবে।'

উল্লেখ্য গত ৬ই ফেব্রুয়ারি মোদী সরকারের তরফে ১১টি রাজ্যের ৮৪টি পেট্রোল পাম্পে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি বিক্রি শুরু করা হয়েছে। এরপর অমিত শাহও ঘোষণা করেছিলেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সর্বত্র ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি করা হবে। জানা গিয়েছে, এই লক্ষমাত্রা পূরণ করতে প্রতিদিন ৯০০০ লিটার ইথানল উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কেন্দ্র।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96